NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ সাহিত্যে মৃত্যু চিন্তা: ইয়ান ফসে বনাম রবীন্দ্রনাথ

দেখা না হলেও বিরাট কোহলি ও জকোভিচ 'বন্ধু' ৮

কলকাতা ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ ২৯ পৌষ ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ২১৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 15.1.2024, Vol.17, Issue No. 214, 8 Pages, Price 3.00

সাগরে পুণ্যস্নানে খানিক আনন্দও। প্রবল ঠান্ডায় পুণ্যঅর্জনে স্নান। ছবি: অদিতি সাহা

কপিলমুনির আশ্রম থেকে দূরত্ব কমছে সাগরের, চিন্তায় প্রশাসন

সংক্রান্তির আগেই ৬৫ লাখ পুণ্যার্থী!

বিপ্লব দাশ

গঙ্গাসাগর সাগরের গ্রাসে চলে যাচ্ছে সমুদ্রতট। প্রতি বছরই ধারে ভারে বাড়ছে গঙ্গাসাগর মেলার পরিধি। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই মেলার পরিধি ছোট করতে হবে না তো? চিন্তায় প্রশাসন। সংক্রান্তির আগেই ৬৫ লক্ষ পুণ্যার্থীর স্নান সেরেছেন।

রবিবার বেলা বারোটা ভরা জোয়ারে সাগর মেলায় স্নান সারছেন পুণ্যার্থীরা। দুই নম্বর ঘাট বাদে এক থেকে ছয় নম্বর মোট পাঁচটি ঘাটে স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। রবিবার দুপুর বারোটা পর্যন্ত সাগরে পুণ্যস্নানের তিথির আগেই প্রায় ৬৫ লক্ষ পুণ্যার্থী স্নান সেরেছেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রবিবার রাত বারোটার পরেই তিথি মেনে পুণ্যস্নান শুরু হবে।

এদিকে, কপিল মুনির আশ্রম থেকে দূরত্ব কমেছে সাগরের। ভরা জোয়ারে সাগরের গ্রাসে সমুদ্রতট। আগামী দিনে এত বড় মেলার বহর থাকবে কিনা, বা ভবিষ্যতে আর বাড়ানো যাবে কিনা, তাই নিয়েই প্রশ্ন। বিষয়টি স্বীকার করে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা। তিনি বলেন, 'ইয়াসের পরে জলোচ্ছাসের কারণে কপিল মুনির আশ্রম থেকে সমুদ্র তটের দূরত্ব দেড় কিলোমিটার থেকে কমে পাঁচশো মিটারের কাছাকাছি চলে এসেছে। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুই নম্বর ঘাটের। তাই এই ঘাট বন্ধ রয়েছে। প্রায় সাড়ে আট কোটি ব্যয়ে এখানে বিশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার করে কাজ চলছে। এবার ছয় নম্বর ঘাট নতুন করা হয়েছে। কিন্তু ছয় নম্বর ঘাট থেকে কপিলমুনির আশ্রমের দূরত্ব অনেকটা। পুণ্যার্থীরা সমস্যায় পড়ছেন। আগামী দিনে এটার সমাধান কীভাবে করা যায় সেটা ভেবে দেখা হবে।' এ বিষয়ে সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, 'বর্ষা না গেলে কিছু বলা যাবে না। তবে যে বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে তা পরীক্ষিত নয়, চেষ্টা করা হচ্ছে সমস্যার সমাধান করার। মুখ্যমন্ত্রী যখন আছেন তখন পুণ্যার্থীদের কোনও অসুবিধা হবে না এই আশ্বাস দেওয়া যায়।'

অন্য দিকে, এবার পুণ্যার্থীদের একটি বড় অংশ তিথির অপেক্ষা না করেই স্নান সেরেই পুজো দিয়ে ফিরে গিয়েছেন। গত কয়েক বছর ধরে সাগরতটে তিন দিনের গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের উদ্যোগে। দুপুরে গঙ্গা আরতির যে জায়গা সেটি ছিল জলের তলায়। সন্ধেয় জল নামলে সেখানেই গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ৮ জন মন্ত্রী আর প্রশাসনিক আধিকারিকও অতিথিদের উপস্থিতিতে এই আরতি দেখতে পুণ্যার্থীদের ভিড় ছিল লক্ষ্য করার মতো। মন্ত্রী ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের পাইলট কার ও গাড়ি দুই নম্বর ঘাটের রাস্তায় পার্কিং করার কারণে অসুবিধায় পড়েছেন পুণ্যার্থীরা। আরতি শেষ হওয়ার পর ভিড়ের চাপে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের ভেবে দেখা দরকার।

মানুষের কথা শুনতে মণিপুর থেকে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' রাহুলের

ইম্ফল, ১৪ জানুয়ারি: 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র মতো 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' । রবিবার মণিপুরের থাউবাল জেলা থেকে শুরু হল রাহুল গান্ধির 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'। কুয়াশার কারণে রাহুল এবং কংগ্রেস নেতাদের দিল্লি থেকে মণিপুরগামী বিশেষ বিমানটি নির্ধারিত সময় নামতে পারেনি। ফলে রাহুলের যাত্রার সূচনা অনুষ্ঠান কিছু সময়ের জন্য পিছিয়ে দিতে হয়।

ইম্ফল থেকে এই পদযাত্রা শুরু করতে চেয়েছিল কংগ্রেস, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংহের সরকার তাতে অনুমোদন দেয়নি। ফলে রবিবার থুবাল থেকে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'র সূচনা করলেন রাহুল। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে পদযাত্রার উদ্বোধন করেন। তার পর মঞ্চে ওঠেন রাহুল। মানুষের কথা শুনতেই তিনি বেরিয়েছেন বলে জানান রাহুল গান্ধি।

প্রথম ধাপে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে, কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত 'ভারত জোড়ো যাত্রা'য় নেতৃত্ব দেন রাহুল। দীর্ঘ ৪হাজার কিলোমিটার পথ হেঁটে পেরোন। এবার 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' হচ্ছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। মণিপুর থেকে শুরু 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা', শেষ হবে মুম্বইয়ে। তবে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র মতো শুধুমাত্র পায়ে হেঁটে নয়, এবারের 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' 'হাইব্রিড' বলে জানান রাহুল। তিনি জানান, বাসে চেপেও এগনো হবে, পায়ে হেঁটেও। সামনে লোকসভা নির্বাচন। সময়ের মধ্যে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' শেষ করতেই এমন সিদ্ধান্ত।

সাম্প্রদায়িক হিংসার জেরে গত বছর খবরের শিরোনামে ছিল মণিপুর। সংঘর্ষে চার মাসে প্রায় ২০০ মানুষের মৃত্যু হয়। একের পর এক গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ধর্ষণ, হিংসার ঘটনাও আকছার সামনে আসে। সংসদে সেই নিয়ে সরব হয়েছিলেন রাহুল। বিজেপি মণিপুরে 'ভারতকে হত্যা করেছে' বলে মন্তব্য করেছিলেন। তেমনই নিজে মণিপুর ছুটেও এসেছিলেন। তাই মণিপুর থেকেই 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'র সূচনা হল বলে জানান রাহুল। এই পর্বে রাহুল উত্তর-পূর্ব ভারতের পর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড হয়ে এগোবেন। বাংলায় পাঁচ দিনে সাতটি জেলায় যাবেন তিনি। জেলা পিছু একটি সভায় ভাষণ দেবেন।

কংগ্রেস ছাড়লেন মিলিন্দ

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি: রবিবার, রাহুল গান্ধির ন্যায় যাত্রা শুরুর দিনেই কংগ্রেস ছাড়লেন রাহুলের 'পুরনো বন্ধু' মিলিন্দ দেওরা। মহারাষ্ট্রের এই কংগ্রেস নেতা এক্স হ্যান্ডলে কংগ্রেস ছাড়ার ঘোষণা করে বিকেলেই যোগ দেন শিবসেনার একনাথ শিন্ডে গোষ্ঠীতে। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ জানালেন, দল ছাড়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে শুক্রবার সকালে তাঁকে একটি টেলিফোনিক বার্তা পাঠান মিলিন্দ। পরে ফোনও করেন। ফোনে বার বার কংগ্রেস নেতা রাহুলের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন মিলিন্দ। মহারাষ্ট্রের প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা প্রয়াত মুরলী দেওরার পুত্র মিলিন্দ। কংগ্রেস যখন রাহুলের নেতৃত্বে নতুন করে লড়াইয়ে নামার কথা ভাবছে, তখন এই মিলিন্দ ছিলেন রাহুলের ঘনিষ্ঠ বলয়ের অন্যতম সদস্য। সেই বলয়ের দু'জন জ্যোতিরাদিত্য শিন্ডে এবং জিতিন প্রসাদ ইতিমধ্যেই রাহুলের বলয় ভেঙে গেরুয়া শিবিরে পা রেখেছেন। সচিন পাইলটও বিদ্রোহ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে কংগ্রেস। মিলিন্দকে অবশ্য আটকানো যায়নি। মিলিন্দ শুধু জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের উন্নতি চেয়ে দল ছাড়লেন তিনি।

শওকতের 'হুঁশিয়ারি' ভাঙড়ে, সরব আইএসএফ ও বিজেপি

ভাঙড়, ১৪ জানুয়ারি: অশান্ত ভাঙড়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কলকাতা পুলিশের ডিভিশনে ভাঙড়কে জোড়া হয়েছে। তবে তারপরেও কমছে রাজনৈতিক তাপ-উত্তাপ। এবার প্রশাসনকেই চ্যালেঞ্জ জানালেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা ভাঙড়ের তৃণমূলের পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লা। তাঁর 'হুঁশিয়ারি' নিয়ে তৈরি হল নয়া বিতর্ক যা নিয়ে সরব হয়েছে আইএসএফ ও বিজেপি। বিধায়ক কার্যত আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার জন্য জনগণকে ফুঁসলাচ্ছেন বলে অভিযোগ বিরোধীদের।

বস্তুত, দলীয় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে খড়গাছিতে আইএসএফ এবং তৃণমূলের মধ্যে অশান্তি হয়। প্রেক্ষিতে সভা করে তৃণমূল। শাসকদলের অভিযোগ, তাদের তিন কর্মীর উপর হামলা হয়েছে। তাঁরা সবাই গুরুতর জখম হয়েছেন। রবিবারের সভা তারই প্রতিবাদে। রবিবার ভাঙড়ের বোদরা অঞ্চলের খড়গাছিতে একটি প্রতিবাদ সভা এবং বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে তৃণমূল। সেখানে নাম না করে মূলত আইএসফকে নিশানা করে শওকত বলেন, 'রাজনৈতিক লড়াইয়ে দু-এক জন খুন হলেও শত্রুর সঙ্গে এক ইঞ্চিও কম্প্রোমাইজ করব না।' এখানেই থামেননি তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর সংযোজন, 'প্রশাসন যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেয়, তা হলে তাঁদের শাস্তি এখানকার জনগণের থেকে পেতে হবে। শুধু তাই নয়, তাদের বোদরা এলাকায় 'জিনা হারাম' করে দেব! দায়িত্ব নিয়ে আমি বলে যাচ্ছি।'

শওকতের একাধিক মন্তব্যে বিতর্ক হয়েছে। তৃণমূল বিধায়কের এ বারের মন্তব্যকে আরও 'গুরুতর' হিসাবে দেখছেন বিরোধীরা। তাঁদের ব্যাখ্যা, বিধায়ক কার্যত আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার জন্য জনগণকে ফুঁসলাচ্ছেন।

আইএসএফ নেতা রাইনুর হক বলেন, 'রাজনীতি করতে এসে খুনোখুনি কেন করতে হবে? মানুষের যাকে পছন্দ তাকেই বেছে নেবে। আর শান্তিপূর্ণ এবং নিরপেক্ষ ভাবে ভোট হলে ভাঙড়ের মাটিতে তৃণমূল বলে কিছু থাকবে না।' তাঁর কটাক্ষ, 'রক্তারক্তি না হলে ভাঙড়ের মাটিতে তৃণমূল থাকতে পারবে না।' স্থানীয় এক বিজেপি নেতা বলেন, 'মানুষ আর তৃণমূলের সঙ্গে নেই। পুলিশ এবং প্রশাসনকে ব্যবহার করে অত্যাচার চালানো হচ্ছে। নিরপেক্ষ ভাবে ভোট হলে ভাঙড়ে তৃণমূল একটি ভোটও পাবে না।'

এক নজরে

সন্দেশখালিতে গ্রেপ্তার আরও ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালিতে ইডির আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার পর কেটে গিয়েছে ৯দিন। এখনও পুলিশের হাতে এল না তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। তবে এই ঘটনায় নতুন করে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আগেই এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এ নিয়ে গ্রেপ্তারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম আলি হোসেন ঘরামি এবং সঞ্জয় মণ্ডল। মিনাখাঁর খড়িবেরিয়া থেকে আলি হোসেনকে এবং ন্যাজাট থেকে সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর টানা ৯ দিন কেটে গেলেও এখনও অধরা শাহজাহান। শাহজাহান কোথায় গেল, তা নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠেছে, তেমনই শাহজাহানকে গ্রেপ্তারির সদিচ্ছা নিয়েও পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে। গত শুক্রবার রেশন 'দুর্নীতি' মামলায় উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ইডি। সেখানে গিয়ে 'শাহজাহান-অনুগামীদের' বিক্ষোভের মুখে পড়েন আধিকারিকরা। আক্রান্ত হন। তিন জন আধিকারিককে হাসপাতালে ভর্তিও করাতে হয়। ওই দিন শাহজাহানের দেখা পায়নি ইডি।

যদিও ইডির দাবি, ঘটনার দিন তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান বাড়িতেই ছিলেন। ইডি আধিকারিকদের বিক্ষোভের মুখে ফেলে তিনি পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। শাহজাহানের বাড়ির সামনে জড়ো হয়েছিলেন ৮০০ থেকে ১০০০ লোক। সকলেই তৃণমূল নেতার অনুগামী। এই ঘটনায় সন্দেশখালির ন্যাজাট থানায় পর পর তিনটি এফআইআর দায়ের হয়। ঘটনার পর থেকে এখনও শেখ শাহজাহানের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ভারতীয় সেনাকে মালদ্বীপ ছাড়ার নির্দেশ প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি: 'কাউকে ধমকানোর ছাড়পত্র দেয়নি তার সরকার।' কোনও দেশের নাম না করে শনিবার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু। রবিবার ভারতীয় সেনাকে দ্রুত মলদ্বীপ ছাড়তে নির্দেশ দিলেন তিনি। রীতিমতো দু'মাসের সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে মলদ্বীপ সরকার। আগামী ১৫ মার্চের মধ্যে ভারতীয় সেনাকে মলদ্বীপ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর তরফে এই খবর পাওয়া গিয়েছে।

চিন সফরের পরেই ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু। এর আগে কূটনৈতিক স্তরে সেনা সরিয়ে দেওয়ার জন্য ভারতকে আর্জি করা হয়েছিল। তবে এ বার আর্জি আর নয়, সরাসরি 'নির্দেশ' দেওয়া হল। মুইজ্জুর সচিবালয়ের শীর্ষ আধিকারিক আবদুল্লা নাজিম ইব্রাহিম সে দেশের একটি সংবাদপত্রকে বলেছেন, 'ভারতীয় সেনারা মলদ্বীপে থাকতে পারবেন না। কারণ এটাই প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু এবং তাঁর সরকারের সিদ্ধান্ত।'

প্রসঙ্গত, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই ভারতকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে মুইজ্জু হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, সেই দেশের মাটি থেকে সমস্ত বিদেশি সেনাকে ফেরত পাঠানোর। এ ক্ষেত্রে মুইজ্জু নাম না-করলেও স্পষ্ট ভাবেই ভারতকে নিশানা করেন। কারণ, ভারত মহাসাগরের ওই দ্বীপরাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক এবং শিল্পক্ষেত্রের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল ভারতীয় সেনা। পরে কূটনৈতিক স্তরেও ভারতকে সেনা সরাবার বার্তা দেয় মলদ্বীপ।

দ্বীপরাষ্ট্রটির ঘরোয়া রাজনীতিতেও মুইজ্জুর দল প্রোগ্রেসিভ পার্টি অফ মলদ্বীপস (পিপিএম) এই বলে প্রচার চালায় যে, দেশের সার্বভৌম ক্ষমতাকে খর্ব করতেই সেনা রেখে দিয়েছে ভারত।

তবে মলদ্বীপের প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের পিছনে চিনের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা রয়েছে বলেই অনুমান করছে তথ্যভিজ্ঞ মহল। মলদ্বীপের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে

এমনিতেই 'চিনপন্থী' বলে পরিচিত মহম্মদ মুইজ্জু। গত সপ্তাহেই তিন পাঁচ দিনের জন্য চিন সফরে যান। সফরের তৃতীয় দিনে গত বুধবার জিনপিংয়ের সঙ্গে রাজধানী বেজিংয়ে বৈঠক করেন মুইজ্জু। সেখানেই ভারতের সঙ্গে সাম্প্রতিক সংঘাতের আবহে মলদ্বীপের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন চিনা প্রেসিডেন্ট তথা কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষনেতা। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ওই বৈঠকেই বেজিংকে তাঁদের 'পুরনো বন্ধু এবং ঘনিষ্ঠতম সহযোগী' বলেন মুইজ্জু। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা সংক্রান্ত কয়েকটি চুক্তি সই হয়।

অন্য দিকে, কিছুদিন আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণকে নিয়ে কিছু অশালীন মন্তব্য করেছিল মালদ্বীপ সরকারের তিন মন্ত্রী। তার জেরে মালদ্বীপে বেড়াতে যাওয়া বাতিল করেন বহু ভারতীয়। তিন মন্ত্রীকে সাসপেন্ড করে চলতি বিতর্কের শুরুতে খানিক সুর নরমের ইঙ্গিত দিয়েছিল মলদ্বীপ সরকার। তার পরেও অবশ্য দুই দেশের সম্পর্ক খুব একটা সহজ হয়নি। সমাজমাধ্যমে ভারতীয় নেটাগরিকদের 'বয়কট মলদ্বীপ'-এর ঠেলা সামলাতে হিমশিম খেতে হয় ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত মহাসাগরের এই দ্বীপরাষ্ট্রকে।

টাকা ব্যবসার, দাবি শঙ্কর আঢ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা শঙ্কর আঢ্য। ইডি হেপাজতে রয়েছেন শঙ্কর। রবিবার তাঁকে নিয়ে আসা হয় বিআর সিং হাসপাতালে। তদন্তে ইডি জানতে পেরেছে শঙ্কর আঢ্যর সংস্থা 'আঢ্য ফরেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের' ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রয়েছে ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। কীভাবে এল বিপুল টাকা। এর উত্তরে রবিবার শঙ্করের দাবি, এটা ব্যবসার অর্থ। তৃণমূল নেতার দাবি, বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন ব্যবসায়ে বিপুল পরিমাণ টাকার লেনদেন হয়েই থাকে। যদিও, এই বিষয়ে দল কিছু জানে না বলেও জানিয়েছেন শঙ্কর। এদিকে ইডি সূত্রে খবর, আঢ্য ফরেক্সের খাতায় কলমে ডিরেক্টর হচ্ছেন দু'জন। শঙ্করের ভাই মলয় আঢ্য এবং বছর আশির মা শিবানি আঢ্য। আর এই আঢ্য ফরেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের মূল অফিস হচ্ছে মার্কুইস স্ট্রিটে। এই সংস্থার অ্যাকাউন্টে গত কয়েক বছরে ২৭০০ কোটি টাকা জমা হয়েছে।

উত্তর ভারতে শৈত্যপ্রবাহ, বঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা মঙ্গল থেকে

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি: প্রবল ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তর ভারত। বঙ্গে ঠান্ডার দাপট কলকাতা-সহ পশ্চিমের জেলাগুলিতেও। বঙ্গে অবশ্য ঠান্ডার মেয়াদ আর এক দু'দিন। তবে হাড়কাঁপানো ঠান্ডার হাত থেকে এখনই রেহাই মেলার কোনও লক্ষণ নেই দিল্লি-সহ গোটা উত্তর ভারতে। দিল্লিতে রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়। দিল্লিতে কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা শূন্যে নেমে গিয়েছে। চলছে শৈত্যপ্রবাহ। তারওপর দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের একাংশে প্রবল কুয়াশা এবং ঠান্ডার দাপটে স্বাভাবিক জনজীবনের উপর প্রভাব ফেলেছে। সড়কপথ তো বটেই, রেল এবং বিমান পরিষেবাও ব্যাহত হচ্ছে গত কয়েক দিন ধরে।মৌসম ভবন জানিয়েছে, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, চণ্ডীগড়, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং বিহারে আগামী কয়েক দিন ঠান্ডা এবং কুয়াশার দাপট আরও বাড়বে। চার দিন দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহ থেকে অতি শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কুয়াশার জেরে দিল্লি এবং উত্তর ভারতগামী দূরপাল্লার ট্রেনগুলি বেশ কয়েক ঘণ্টা দেরিতে চলছে গত কয়েক দিন ধরেই। দিল্লি বিমানবন্দর থেকে ১৫০টি বিমান ওঠানামাতেও দেরি হয়েছে।

তবে কলকাতা ও বঙ্গের জেলাগুলিতে কনকনে ঠান্ডার মেয়াদ খুব বেশি নয়। আলিপুর

আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে রাজ্যে সোমবার পর্যন্ত থাকবে জাঁকিয়ে ঠান্ডা। শৈত্য প্রবাহের সম্ভাবনা পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে। মঙ্গলবার থেকে ক্রমশ বাড়বে তাপমাত্রা। বুধ ও বৃহস্পতিবার দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে বলেই জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। এদিকে আবার সোমাবর পর্যন্ত ঘন কুয়াশা থাকবে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের ১১ জেলায়। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহতে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। সতর্কবার্তা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানেও। এই জেলাগুলিতে ২০০ মিটারের নিচে নেমে যেতে পারে দৃশ্যমানতা। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকাতেও রয়েছে মাঝারি কুয়াশার সতর্কতা। জানানো হয়েছে, সোম-মঙ্গলবার বঙ্গোপসাগরে তৈরি হবে হাই প্রেশার জোন।মঙ্গলবার থেকে পূবালি হাওয়ার প্রভাব বাড়বে। মঙ্গলবার বঙ্গোপসাগরের হাই প্রেশার জোন থেকে বাংলায় জলীয় বাষ্প ঢুকবে এই পূবালি হাওয়ায় ভর করে। অন্যদিকে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে এসে ঝাড়খণ্ডের কাছাকাছি অবস্থান করবে। এই দুই বিপরীত হাওয়ার সংস্পর্শে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাংলায়।দক্ষিণবঙ্গে মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা। মঙ্গলবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। বুধবার ও বৃহস্পতিবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই। কলকাতাতেও বুধ ও বৃহস্পতিবার এর মধ্যে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, সোমবার থেকে বৃষ্টি শুরু হবে দার্জিলিং ও পার্বত্য এলাকায়। মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ একটু বাড়বে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বৃষ্টি তারপর আবহাওয়ার ফের উন্নতি।

ভস্মীভূত বসতবাড়ি: আগুনে ভস্মীভূত হল এক ব্যক্তির মাটির বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান এক নম্বর ব্লকের কুড়মুন এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুড়মুন পশ্চিম দাস পাড়ায়। শনিবার সন্ধ্যায় একটি মাটির দেওয়াল খরের চালের বসতবাড়িতে হঠাৎ করেই আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আগুন জ্বলতে দেখে এলাকার মানুষ ছুটে এসে বালতি করে জল ছিটিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ততক্ষণে সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে আসে দেওয়ানদিঘির থানার পুলিশ ও কুড়মুন পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশ। তারপরে ভাতার থেকে একটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। কী ভাবে আগুন লাগে তার সঠিক কারণ জানা যায়নি।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

আজ মকর সংক্রান্তি

আজ সোমবার ১৫ই জানুয়ারি, গ্রহরাজ রবি ধনু রাশি পরিত্যাগ করে, মকর রাশি গৃহে প্রবেশ করবে। এই দিনটি অর্থাৎ পৌষ মাসের শেষ দিনটিকে মকর সংক্রান্তি বলে। সূর্যদেব উত্তরায়নে থাকবে। অতীব শুভ এই যোগে, ব্রহ্ম যোগে- স্বর্গবাসী দেবতাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এই যোগে ধর্ম কর্ম, দেবদেবী পূজন, নাম সংকীর্তন, শ্রীমদ্ ভগবত গীতাপাঠ, শ্রী শ্রী চণ্ডীপাঠ করে থাকেন। সর্ব বিপদ উদ্ধারে- সহস্র তুলসী প্রদান, দেবী দুর্গা নামে সহস্র পুষ্প প্রদান। মৃত্যুঞ্জয় ভগবান মহাদেবের চরনে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে পাপ বিনাশ। সর্ব সুখপ্রাপ্ত হওয়া যায়। মকর সংক্রান্তি তিথি অনুযায়ী গঙ্গাস্নানে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়, পুরান অনুসারেই মকর সংক্রান্তি থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত সময় মৃত্যুবরণে দেবলোক শিবলোক প্রাপ্তি হয়। সংক্রান্তির মূল নৈবেদ্য সর্বজাতীয় পিঠা পুলি-পায়েশ মিষ্টান্ন। অর্জুনের তীর বিদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম এই দিনে স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ভগীরথের অনুরোধে মর্ত ধামে দেবি মা গঙ্গা আসেন এই দিনে।

......বৈদিক পন্ডিত ইন্দ্রনীল মুখার্জী

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৫ই জানুয়ারি, মকর সংক্রান্তি। ২৯শে পৌষ, সোমবার, পৌষ পার্বণ। চতুর্থী তিথী। কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা আজ পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি :কর্মে শান্তির বাতাবরণ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন? আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধা। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : আজ শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা- বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বুদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যায় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে ।তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ডিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ।কর্মে কালো পথ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম করুন শুভ হবে।

**(আজ মকর সংক্রান্তি। কপিলমুনি আশ্রমে ব্রতপুজো।
শ্রী শ্রী অন্নদা ঠাকুর র সিদ্ধিলাভ দিবস)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

গঙ্গার সঙ্গমে... । রবিবার সাগর মেলায় ছবি তুলেছেন অদিতি সাহা।

যুব আবাসের দেখভালের দায়িত্ব যাচ্ছে বেসরকারি হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারের অধীনস্থ যুব-আবাস গুলির পরিচালনার ভার এবার বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কোষাগারের উপর চাপ কমাতে এবং যুব আবাস পরিচালনায় পেশাদারিত্ব আনতেই এই উদ্যোগ বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যের ৩৪টি ইউথ হস্টেল ১৫ বছরের জন্যে বেসরকারি সংস্থাকে লিজ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে, গত পাঁচ বছরে দেশের কোথাও ন্যূনতম ৫০ বেডের কোনও হোটেল, লজ, গেস্ট হাউস বা রেস্তরাঁ চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে, এমন কোনও সংস্থাকেই লিজ দেওয়া হবে। তাদের জন্য বেশ কিছু নিয়ম কানুনও বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। বলা হয়েছে, যুব-আবাসের ঘর শুধুমাত্র পর্যটকদেরকেই ভাড়া দিতে হবে। পর্যটকদের সুরক্ষায় নিরাপত্তারক্ষী রাখতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বা ছাত্র-যুবরা ভাড়ায় ৫০ শতাংশ ছাড় পাবেন।

দপ্তরের মনোনীত অতিথিদের জন্যে যুব-আবাসে দু'টি বাতানুকূল রুম আলাদা করে রাখতে হবে ।এ ছাড়াও জঞ্জাল সাফাই, অগ্নিনির্বাপণ এবং ছোটখাট রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লিজ নেওয়া সংস্থাকেই পালন করতে হবে। ক্যান্টিনের সুবিধাও রাখতে হবে। বিভিন্ন যুব-আবাস লিজ দেওয়ার ক্ষেত্রে এক-এক জায়গায় এক-এক রকম বেস প্রাইস ধরা হয়েছে। যেমন দিঘায় বেস প্রাইস ধার্য হয়েছে ২৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। এখানে মোট রুমের সংখ্যা ৩২টি। ১০৭ জন থাকতে পারেন। তবে সবথেকে বেশি বেস প্রাইস ধার্য হয়েছে গজোলডোবা ইউথ হস্টেলের জন্য। এখানে ৩৭টি রুম রয়েছে। থাকার ব্যবস্থা ৮২ জনের। বেস প্রাইস ৮২ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা।

মূলত ছাত্রছাত্রীদের থাকার জন্যে সরকারি অর্থানুকূল্যে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ইউথ হস্টেল গড়ে উঠেছিল। যার দেখভাল করে রাজ্য ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর। ওই দফতরের আধিকারিকদের বক্তব্য, যুব-আবাস রক্ষণাবেক্ষণে বছরে সরকারের বেশ কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়, কিন্তু রোজগার হয় যৎসামান্য। অর্থ দফতর এই বাবদ খরচে লাগাম টানার নির্দেশ দিয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত।

বাম জমানায় ভোটে বিরোধীদের ঘরবন্দি রাখা হত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাম জমানায় পুরসভা নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থীদের ঘরবন্দি করে রাখা হত। রবিবার ইছাপুর অশোকনগর নবোদয় সংঘের রক্তদান শিবির ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, 'বাম আমলে বিরোধী প্রার্থীদের ঘরে আটকে রাখলেও, মানুষের আশীর্বাদে অনেকেই জিতে যেত। কিন্তু এখন পরিবর্তনও দেখছি। যাঁরা তৎকালীন সময়ে দলীয় প্রার্থীদের আটকে রাখতেন, এখন তাঁরাই আবার আমাদের সঙ্গে আছেন।' এদিন তিনি আরও জানান, বাম জমানায় রক্তদান শিবির কিংবা স্বাস্থ্য শিবিরের মতো সেবামূলক কাজ করতে গেলে রাজনৈতিক বাধার সম্মুখীন হতে হত। তবুও সেই বাধা অতিক্রম করে তাঁরা মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। উক্ত অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন গারুলিয়া পুরসভার পুরপ্রধান রমেন দাস, পুরসভার সিআইসি গৌতম বসু, কাউন্সিলর পঙ্কজ দাস, ক্লাব সদস্য-সহ বিশিষ্টজনেরা।

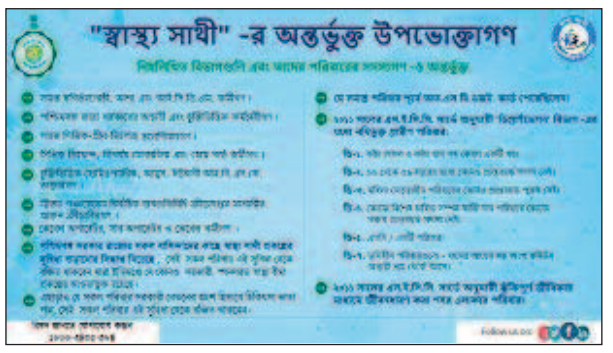

তোলা না পেয়ে ব্যবসায়ীর ওপর দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তোলা চেয়ে না পেয়ে ব্যবসায়ীর ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুর থানার সদর বাজার এলাকায়। আক্রান্ত ব্যবসায়ী গৌতম রায় ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জগদীশ চন্দ্র বসু সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অভিযোগ, সদর বাজার পুরনো কোর্ট সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী গৌরব রায়কে বেশ কিছুদিন ধরে টাকা দাবি করছিল স্থানীয় দুষ্কৃতী সনু সাহা। তোলা দিতে রাজি না হওয়ায় গৌরবকে ফোনে হুমকি দিচ্ছিল বলে অভিযোগ। দু'দিন ধরে সনুর ফোন ধরা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ওই ব্যবসায়ী। আক্রান্ত ব্যবসায়ী গৌরব রায়ের অভিযোগ, 'শ্রমিকদের কাজে বাধা দেওয়ার খবর পেয়ে এদিন সকালে কাজের সাইটে গিয়েছিলাম। সেখানে বচসা থেকে সনুর সঙ্গে আমার ধাক্কাধাক্কি হয়।'

গৌরবের অভিযোগ, প্রথমে কাঠের বাটাম দিয়ে সনু তাঁর পায়ে আঘাত করেন। পরে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করেন। অভিযোগ, গৌরবকে প্রাণনাশের হুমকিও দেয় আগত দুষ্কৃতীরা।

গঙ্গার কাছে দেশ ও রাজ্যের সমৃদ্ধি কামনা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'গঙ্গা আমাদের কাছে মায়ের মতোই।' তাই গঙ্গা মায়ের কাছে দেশ তথা রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ভাটপাড়া নগরের পক্ষ থেকে রবিবার সন্ধ্যায় ভাটপাড়ার বলরাম সরকার ঘাটে আয়োজিত গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

ভাটপাড়ায় গঙ্গা আরতি মহোৎসবে যোগ দিয়ে রাজ্যপাল বলেন, 'ভারত এমন একটা দেশ। যেখানে গঙ্গা বয়ে গিয়েছে। আর গঙ্গা আরতির মাধ্যমে যাতে সকলের জীবন শুভ হয়।' গঙ্গা আরতি উৎসবে এসে এদিন তিনি দেশে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আরও সুদৃঢ় হওয়ার ডাক দিলেন। কবিগুরুর কবিতা স্মরণ করে তিনি বললেন, 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির...।' অর্থাৎ রাজ্যপাল এদিন বোঝাতে চাইলেন, দেশ তথা রাজ্যকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে মানুষের মনে ভয় থাকবে না। সবাই মাথা উঁচু করে বাঁচবে। গঙ্গা আরতি মহোৎসবে এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক রোহিত সাউ, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী প্রমুখ।

স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে 'দুর্নীতি' ঠেকাতে দক্ষ পেশাদার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতি ঠেকাতে রাজ্য সরকার ওই প্রকল্পে নজরদারির জন্যে দক্ষ পেশাদার নিয়োগ করতে চলেছে । দুর্নীতি বন্ধে অ্যান্টি ফ্রড অফিসার নিয়োগ করা হবে। যাঁদের মূল কাজ হবে, প্রকল্পে কী ধরনের অনিয়ম হচ্ছে, তা খুঁজে বের করা এবং তা বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ করা। দুর্নীতির সন্ধান পেতে তাঁরা বিভিন্ন হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমে যাবেন। অনিয়মের অভিযোগের তদন্তও করবেন। স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়নের জন্য আলাদা প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিটও তৈরি করা হবে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে। সেই ইউনিট পরিচালনা করার জন্য বেসরকারি এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। তারা এই প্রকল্পে অনিয়ম রুখতে স্বাস্থ্য সাথী সমিতিকে সহযোগিতা করবে। স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে যাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসা করাচ্ছেন, অনেক সময়ে তাঁদের বিলের পরিমাণ অনেকটাই বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। এর পিছনে টিপিএ সংস্থার কর্মীদের একাংশ জড়িত। সে কারণে এখন থেকে টিপিএ সংস্থা থেকে কোনও বিল পাঠানো হলে সেগুলি যাচাই করা হবে। এর জন্যে বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে আলাদা ক্লেমস অফিসার নিয়োগ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর দেখানো রাস্তাতেই হাঁটল হাওড়া সদর বিজেপির কর্মীরা। রবিবার ১৪ জানুয়ারি, মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির আহবানে মধ্য হাওড়ায় ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে যোগমায়া জল ট্যাঙ্কের পাশে কালাচাঁদ নন্দী লেনে বিজেপির কর্মীরা শ্রীকালী মায়ের মন্দির পরিষ্কার করার কাজ করলেন।

চিকিৎসার বিলের টাকা না দিলে প্রাণে মারার হুমকির অভিযোগ

আতঙ্কে রোগীর পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মেডিক্লেম থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসাধীন রোগীকে নগদ টাকায় বকেয়া বিল মিটিয়ে নার্সিংহোম ছাড়া ও নির্দেশ অমান্য করলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল হাওড়ার গোলাবাড়ি এক নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে।

জানা গিয়েছে, উত্তর হাওড়ার গোলাবাড়ি এলাকার ওই নার্সিংহোমে গত ১৮ ডিসেম্বর হাওড়া ময়দান এলাকার রামেশ্বর মালিয়া লেনের বাসিন্দা হিতাংশ আগরওয়াল ইউটিআই ইনফেকশন ও ইউরো সমস্যা নিয়ে ভর্তি হন। রোগীর ১০ লক্ষ টাকার মেডিক্লেম ইন্স্যুরেন্স থাকা সত্ত্বেও গত ১২ জানুয়ারি দুপুরে ওই হাসপাতালের বিলিং বিভাগের প্রধান এমকিউ রাজা নামের এক ব্যক্তি রোগীর কেবিনে ঢুকে কলার ধরে বকেয়া বিলের নগদ টাকা চেয়ে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় ও দ্রুত সেই টাকা নগদে মিটিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যেতে বলেন বলে অভিযোগ তুলেছেন হিতাংশ ও তাঁর স্ত্রী শ্রুতি আগরওয়াল। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন চিকিৎসাধীন রোগী হিতাংশ ও তাঁর স্ত্রী।

এরপরই ঘটনার কথা জানিয়ে স্থানীয় গোলাবাড়ি থানায় ওই ওপিডি আইপিডি প্রধানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। রোগীর পরিবারের দাবি, কয়েকদিন ধরেই ক্রমাগত নগদ টাকা দিয়ে বকেয়া বিল মিটিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তাদের ভয় দেখানো ও নানান হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারবার কথা বলার চেষ্টা করলেও, তারা ক্যামেরার সামনে কোনও কথা বলতে চাননি।

ঘটনার কথা জানতে পেরে হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কিশলয় দত্তর দাবি, 'এটা ভয়ংকর অভিযোগ। এই ধরনের ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। এর আগেও আমাদের কাছে ওই হাসপাতাল সংক্রান্ত অভিযোগ এসেছিল, আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। এবার যদি তথ্য সহ আমাদের কাছে অভিযোগ আসে, অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।' যদিও গোটা ঘটনাতে যথেষ্টই আতঙ্কিত রয়েছে রোগীর পরিবার। তারা এই বিষয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করছেন। যদিও গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুখে কুলুপ এঁটেছে হাওড়া গোলাবাড়ির নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ ২৯ পৌষ ১৪৩০ সোমবার

অ্যাকাউন্টে ২ হাজার ৭০০ কোটি, সবটাই ব্যবসায়িক, দাবি শঙ্করের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা শঙ্কর আঢ্য। আপতত, ইডি হেপাজতে রয়েছেন শঙ্কর। রবিবার তাঁকে নিয়ে আসা হয় বিআর সিং হাসপাতালে। এদিকে রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেনে ইডির কাছে তথ্য এসেছে, শঙ্কর আঢ্যর সংস্থা 'আঢ্য ফরেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের' ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রয়েছে ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। এই প্রসঙ্গে রবিবার মুখ খুলতে দেখা যায় শঙ্করকে। তাঁর অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণ এই টাকা সম্পর্কে শঙ্কর জানান, 'আমাদের ব্যবসায় এটা হয়ে থাকে।' অর্থাৎ তৃণমূল নেতার দাবি, বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন ব্যবসায়ে বিপুল পরিমাণ টাকার লেনদেন হয়েই থাকে। যদিও, এই বিষয়ে দল কিছু জানে না বলেও জানিয়েছেন শঙ্কর।

এদিকে ইডি সূত্রে খবর, ইডি-র তদন্তকারী আধিকারিকরা তদন্তে নেমে জানতে পেরেছেন, আঢ্য ফরেক্সের খাতায় কলমে ডিরেক্টর হচ্ছেন দু'জন। মলয় আঢ্য যিনি শঙ্করের ভাই এবং বছর আশির মা শিবানি আঢ্য। আর এই আঢ্য ফরেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের মূল অফিস হচ্ছে মার্কুইস স্ট্রিটে। এই সংস্থার অ্যাকাউন্টে গত কয়েক বছরে ২৭০০ কোটি টাকা জমা হয়েছে। আর এই বিপুল টাকা বিদেশী মুদ্রায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। মূলত এই ২৭০০ কোটি টাকা ডলার এবং ইউরোতে কনভার্ট করা হয়েছে। এদিকে এই টাকার উৎস কী সেটি কোনভাবেই শঙ্কর আঢ্য বলতে পারেননি। পাশাপাশি এই বিপুল অংকের টাকা যে বিদেশি মুদ্রায় রূপান্তর করা হয়েছে, সেটা কার নামে রূপান্তর করা হয়েছে, তাদের কোন পাসপোর্ট ডিটেলস কোন কিছুই কোম্পানিতে রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। এখান থেকে খুব স্পষ্টভাবে ইডি আধিকারিকরা দাবি করছেন যে রেশন দুর্নীতির কালো টাকাকে সাদা টাকায় এই ভাবেই কনভার্ট করা হয়েছে। সেই কারণে ফেমাতে তার বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিকে সংস্থার কর্মীরা যে বয়ান দিয়েছেন তা অনুসারে এই কোম্পানি চালান শঙ্কর আঢ্যই।

ইডি আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, এই টাকার উৎস কী, তা নিয়ে কিছু স্পষ্ট জানাতে পারেননি শঙ্কর আঢ্য। আইন অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা কনভার্ট করলে পাসপোর্টের ডিটেল বা ভ্রমণকারীর ডিটেল জমা করতে হয়। অভিযোগ, শঙ্কর আঢ্য এই সব আইনের কোনও তোয়াক্কাই করেননি। আর এই সব তথ্য কোনও কিছুই না দিয়ে বিদেশি মুদ্রায় পরিবর্তন করার কাজ চালিয়েছেন তিনি।

মুখে কালি, গায়ে চাবুক মেরে প্রতিবাদ টেট চাকরিপ্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টেট চাকরিপ্রার্থীদের প্রতিবাদে রবিবার ছুটির দিনেও উত্তপ্ত হল রাজপথ। মুখে কালি মাখার পাশাপাশি শরীরে চাবুক দিয়ে আঘাত করেন প্রতিবাদী চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের কথায়, রাস্তায় ৫০০ দিন কেটে গিয়েছে। তবুও সরকারের কোনও হেলদোল নেই। নিয়োগের দাবিতে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন। কিন্তু, সরকারের তরফে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ করা হয়নি বলে দাবি তাঁদের।

একইসঙ্গে তাঁরা বলেন, 'রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি। চাকরির জন্য মুখ্যমন্ত্রী-শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দরবারও করেছি। কিন্তু, কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করা হয়নি।' এরই পাশাপাশি চাকরিপ্রার্থীরা এও জানান, বছরের পর বছর অপেক্ষা করছেন তাঁরা। কবে চাকরি মিলবে তার কোনও হদিশ মিলছে না। মিলছে না প্রতিশ্রুতি। সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে জানিয়ে তাঁরা ক্লান্ত। এখন এই পন্থা ছাড়া তাঁদের কাছে আর কোনও রাস্তাও খোলা নেই।

এই বিক্ষোভকারীদের একাংশ এও জানান, 'আমরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি এই বিষয়ে। শুধু শিক্ষামন্ত্রী নন, সমস্ত মহলেই দরবার করেছি। একাধিকবার বৈঠকের পরও কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। কতদিন আর এভাবে চলবে। এবার সরকারকে সদর্থক পদক্ষেপ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।'

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই পথে নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা। শুধু তাই নয়, রাজপথেই চুল কামিয়ে ফেলেছিলেন এক মহিলা চাকরিপ্রার্থী। এরপর তাঁদের সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ করেন তৃণমূলের মুখ পাত্র কুণাল ঘোষ। পরবর্তীতে তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেই বৈঠক অত্যন্ত ইতিবাচক ছিল বলেই মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল চাকরিপ্রার্থীদের। ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডেড লাইনের কথা বলছেন এই চাকরিপ্রার্থীরা। এদিকে এই ঘটনাক্রমগুলি সামনে রেখে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। রাজ্য শাসক দলকে নিশানা করেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, এদিনই বিহারে ১ লাখ ২০ হাজার অস্থায়ী শিক্ষককে স্থায়ী করার কথা ঘোষণা করেছেন তেজস্বী যাদব। আরও শিক্ষককে স্থায়ীকরণ করা হতে পারে পরবর্তী ধাপে। এই খবর সামনে আসার পর সুর চড়ান এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁরা গান্ধিমূর্তির পাদদেশে অবস্থান করছে। তাঁদের অবস্থান বিক্ষোভ ১০৩৬ দিনে পা দিল। বিহারে শিক্ষকদের স্থায়ীকরণের খবর শুনে সরব হয়েছেন তাঁরাও।

ডিজে বক্স বন্ধ করতে গিয়ে মত্তদের হাতে 'আক্রান্ত' পুলিশ

এন্টালি থানা এলাকায় শনিবার বেশ রাত পর্যন্ত জোরে জোরে বাজছিল ডিজে বক্স। এলাকাবাসী একাধিকবার বারণ করলেও তা কানে তোলেননি জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করা উদ্যোক্তরা। শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে পুলিশকে ফোন করেন সেখানকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, পুলিশ আসতে কার্যত তাঁদেরও হেনস্থা করা হয়। মদ্যপ অবস্থায় হাত তোলা হয় তাঁদের গায়ে।

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাতে ডিজে বক্স বন্ধ করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন এক পুলিশ আধিকারিক। সেখানে উপস্থিত মত্ত যুবকরা তাঁর ওপর হামলা করে বলে অভিযোগ কলকাতা পুলিশের ওই আধিকারিকের।

সূত্রের খবর, এন্টালি থানা এলাকায় শনিবার বেশ রাত পর্যন্ত জোরে জোরে বাজছিল ডিজে বক্স। এলাকাবাসী একাধিকবার বারণ করলেও তা কানে তোলেননি জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করা উদ্যোক্তরা। শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে পুলিশকে ফোন করেন সেখানকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, পুলিশ আসতে কার্যত তাঁদেরও হেনস্থা করা হয়। মদ্যপ অবস্থায় হাত তোলা হয় তাঁদের গায়ে।

এরপরই এই ঘটনার জেরে তিন জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা হলেন প্রভাত সরকার, বাপি সরকার ও বাপ্পা সরকার। বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

জানা গিয়েছে খবর, সিআইটি রোডের আনন্দপালিতে একটি ফ্ল্যাটের ছাদের ওপর জন্মদিনের পার্টি ছিল শনিবার রাত্রিবেলা। সেই পার্টি উপলক্ষ্যে সন্ধ্যে থেকেই বাজছিল বক্স। তবে রাত বাড়লেও সেই গান বন্ধ না হওয়ায় শেষে ১০০ ডায়াল করে পুলিশে ফোন করেন ফ্ল্যাটের বাকি সদস্যরা। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এন্টালি থানার পুলিশকর্মীরা। পার্টিতে উপস্থিত লোকজনের সঙ্গে বচসা বাধে তাদের। অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় এক সিভিক ভলান্টিয়ার ও এক সার্জেন্টের গায়ে হাত তোলেন অভিযুক্তরা।

ওই ফ্ল্যাটের এক বাসিন্দা জানান, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তাঁরাও নিমন্ত্রিত ছিলেন। তবে রাত্রিবেলা খেয়ে দেয়ে চলে আসেন তাঁরা। রাত ১টা পর্যন্ত বক্স বাজছিল বলে জানান তাঁরাও। তবে এরপর চিৎকার চেঁচামেচির খবর পেলেও ঠিক কী হয়েছে তা তাঁরা বলতে পারেননি।

পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ছাড়াই চাকরি! ৫৮জন ভুতুড়ে শিক্ষকের হদিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার বিস্ফোরক তথ্য দিল এসএসসি। তাতেই মিলছে ভুতুড়ে চাকরির বেশ কিছু হদিশ। নবম-দশমে এই সেই সংখ্যা ৪০ বলেই জানা গিয়েছে। একাদশ-দ্বাদশে এই ভুতুড়ে চাকরির সংখ্যা ১৮। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এই ৫৮টি চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা এবং ঘোর সংশয়ও। এসএসসি-র তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই ৫৮ চাকরির পার্সোনালিটি টেস্ট, ইন্টারভিউ কোনও তথ্যই নেই এসএসসির কাছে। এসএসসি কোনও নিয়োগ তালিকাতেও নাম নেই এই ৫৮ জনের। ইন্টারভিউ না দিয়েই চাকরি হয়েছে এই ৫৮ জনের, এমনটাই মনে করছে এসএসসি। কারণ, কেনও ইন্টারভিউ নেয়নি এসএসসি। অথচ বিভিন্ন স্কুলে চাকরি করছেন এই ৫৮ জন।

প্রসঙ্গত, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০১৬ সালে চাকরি পাওয়া প্রত্যেককে নোটিস দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। চাকরি পাওয়া সকলকে এসএসসি নোটিস দিয়ে জানাবে তাঁদের নিয়োগপ্রক্রিয়া আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। কোর্টের নির্দেশ মতো এবার সেই নোটিসই পাঠাচ্ছে এসএসসি। মূলত, ২০১৬ সালের নিয়োগে নিযুক্তদের তালিকা চায় আদালত। প্রতিটি স্কুলে চাকরি প্রাপকদের নামের তালিকা তৈরির পর প্রধান শিক্ষকরা একটি বয়ানে স্বাক্ষর করবেন। যেখানে লেখ া থাকবে, 'এঁরা ছাড়া আমার স্কুলে আর কোনও শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী নেই। যাঁরা ২০১৬ সালের পরীক্ষার ভিত্তিতে এসেছেন।'

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় চাকরি পাওয়া সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষককর্মীদের বাড়িতে নোটিস ধরাচ্ছে শিক্ষাদফতর। ডিআই মারফত প্রধান শিক্ষক হয়ে সেই নেটিস পৌঁছে যাবে চাকরি প্রাপকদের কাছে। 'ভুতুড়ে শিক্ষক'-দের ধরতেই এই নোটিস বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা।

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো রেল স্টেশন সম্প্রসারণ ঘিরে সংঘাতের আবহ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণেশ্বর মেট্রো রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য জমি চেয়েছে ভারতীয় রেল। দিন কয়েক আগে জমি চেয়ে এই চিঠি পাঠানো হয় রাজ্য সরকারের কাছে। আর এই জমি চাওয়াকে কেন্দ্র করে কেন্দ্র -রাজ্যের মধ্যে তৈরি হল এক সংঘাতের বাতাবরণ। ভারতীয় রেলের এই জমি চাওয়ার ঘটনায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তুঘলকি আচরণের অভিযোগ করতে সোনা গেল কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে।

সূত্রে খবর, রেলের তরফ থেকে পাঠানো চিঠিতে এমন ভাবে জমি চেয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যাতে দক্ষিণেশ্বরের স্কাই ওয়াকের একটা বড় অংশ ভেঙে ফেলতে হবে। তাতে পুণ্যার্থীদের মন্দিরে যাওয়াও ব্যাহত হবে বলে অনেকের আশঙ্কা।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, দক্ষিণেশ্বরে স্কাই ওয়াক নির্মাণের পরিকল্পনা করার পরেই রাজ্য সরকারের তরফে ভারতীয় রেলকে সব তথ্য দেওয়া হয়েছিল। সব কিছু খতিয়ে দেখে রাজ্য সরকারকে স্কাই ওয়াক নির্মাণে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' (এনওসি) দিয়েছিল রেল। মেয়র বলেন,'আপত্তি থাকলে তখনই জানাতে পারত ওরা। এতো একেবারে তুঘলকি রাজ চালানো হচ্ছে। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে এই স্কাই ওয়াক তৈরি করা হয়েছিল। এখন তা ভেঙে ফেললে পুরো টাকাটাই জলে যাবে।' ভারতীয় রেলের চিঠির প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার কী সিদ্ধান্ত নেবে তা নিয়ে অবশ্য তিনি কোনও মন্তব্য করেননি কলকাতা পুরসভার মেয়র।

এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলছে, মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয়কুমার রেড্ডি জানিয়েছেন, দক্ষিণেশ্বর মেট্রো রেলের স্টেশনকে আরও ৯০ মিটারের মতো বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। স্টেশনটি এলিভেটেড হওয়ার জন্য পিলার বসিয়ে এই সম্প্রসারণের কাজ করতে হবে। তার জন্য জমি চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। আর এই চিঠি প্রসঙ্গেই মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, স্কাই ওয়াক ক্ষতিগ্রস্ত করে কিছু করা যাবে না।

পৌষ পার্বণে পিঠে-পুলির স্বাদকে হারিয়ে ফেলতে রাজি নয় বাঙালি

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: বাঙালির পৌষপার্বণ। পিঠের পরব বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই দিনেই পালিত হয় নতুন ধানের উৎসব। এর ঠিক আগের দিন গ্রামবাংলায় গেরস্তবাড়ির উঠোন পরিষ্কার করে নিয়ে সেখানে চালের গুঁড়ো দিয়ে চমৎকার সব আলপনা দেওয়া হত। যার মধ্যে কুলো, লক্ষ্মীর পা, প্যাঁচা এবং অবশ্যই ধানের ছড়ার আলপনা বেশি প্রচলিত ছিল। মা লক্ষ্মী ঘরে আসবেন বলেই হয়তো করা হত এত তোড়জোড়। এ বাংলায় এই আচারটিকে লোকায়ত ভাষায় আউনি-বাউনি পুজোও বলেই চেনেন অনেকেই। এই পুজোর পাশাপাশি চলত পিঠেপুলি তৈরির কাজ। তবে এখন ব্যস্ততার যুগে পিঠেপুলি বানানোর চল উঠতে বসেছে বাঙালি বাড়িতে।

আর এটাও ঠিক এই পৌষ মাস চলাকালীনই শহরের অজস্র মিষ্টির দোকান ছেয়ে গিয়েছে রেডিমেড পিঠে-পুলিতে। এই মুহূর্তে মানুষ যে পরিমাণে ব্যস্ততার জীবন যাপন করে তাতে বাড়িতে চাল ভিজিয়ে সেই চাল গুঁড়িয়ে পিঠে বানানোর মত সময় পাওয়া বড়ই মুস্কিল। অগত্যা বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে বিক্রি হওয়া রেডিমেড পিঠেপুলিই ভরসা। আর চালের গুঁড়ো দিয়ে বানানো সেই সমস্ত পিঠে স্বাদে, গন্ধে এক আলাদাই মাত্রা এনে দেয় মানুষের মনে। এক কালে এই রেডিমেড পিঠে কি তা অনেকেই বুঝতো না। কিন্তু পর্যাপ্ত সময়ের অভাবে বাঙালি তার প্রথাকে ধরে রাখতে নিশ্চিন্ত হয়ে আপন করে নিয়েছে এই রেডিমেড পিঠে-পুলিকে। আর এই ঘটনা থেকে এটাও স্পষ্ট যে, পর্যাপ্ত সময়ের অভাবেও বাঙালি আজও পিঠেপুলির স্বাদকে হারিয়ে ফেলতে চায় না। আর মানুষের এই চাহিদাকে পরিপূর্ণ করতেই অজস্র মিষ্টির দোকানে মিলছে নানান ধরণের পিঠে -পুলি। এই তালিকায় রয়েছে গোকুল পিঠে, ভাপা পিঠে, দুধ পুলি, পাটিসাপটা আরও কত কি। শুধু সাজানোই নয় রমরমিয়ে বিক্রিই হয়ে চলেছে সেগুলো। প্রতিটি পিঠের দাম শুরু প্রায় ১৫ থেকে ২০টাকা। তবে এক্ষেত্রে মিষ্টির দোকান নির্বিশেষেও পিঠের দামের পার্থক্যও রয়েছে।

এদিকে এই পৌষ পার্বণ উপলক্ষ্যে কলকাতায় নানা জায়গায় পিঠ-পুলি উৎসবও যেমন চলছে, ঠিক তেমনই বেশ কয়েকটি মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানও পিঠ-পুলির সম্ভার সাজিয়ে বসেছে। যার মধ্যে প্রথমেই আসবে পিঠে বিলাসী, বলরাম মল্লিক, হিন্দুস্থান সুইটস আর মিষ্টি হাবের নাম।

পিঠে বিলাসী বিভিন্ন স্বাদের পিঠে চেখে দেখতে হলে একবার যেতেই হবে পিঠে বিলাসীতে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, সল্টলেকে পূর্ত ভবনের কাছে ও আর্মহার্ট স্ট্রিটে সিটি কলেজের পাশে পিঠে বিলাসী রেস্তরাঁ রয়েছে। বারো মাস পিঠে বিক্রি হয় এই দোকানে। মকর সংক্রান্তির জন্য বিশেষ আকর্ষণ ভাপা পুলি, নারকেল ভাপা পুলি, রাঙা আলুর পুলি, বেক পুলি। এ ছাড়াও ১৪ রকমের পিঠেপুলি পাওয়া যাচ্ছে। বারো মাস আমিষ পিঠেও পাওয়া যায় এই রেস্তরাঁয়। তবে সংক্রান্তিতে শুধুই নিরামিষ পিঠে পাওয়া যায়।

মিষ্টি হাব একসঙ্গে একাধিক দোকানের পিঠে চেখে দেখতে হলে একবার হলেওযেতে হবে নিউটাউনের মিষ্টি হাব-এ। গাঙ্গুরামের দুধপুলি থেকে বাঙ্কারামের নারকেল ও ক্ষীরের পাটিসাপটা আর গোকুল পিঠে সবই পাবেন এক ছাদের তলায়। সংক্রান্তির দিনে 'পিঠেমুখ' করতে ঢুঁ মারতেই পারেন এই ঠিকানায়।

বলরাম মল্লিক ও রাধারমণ মল্লিক শহরের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে বলরাম মল্লিক ও রাধারমণ মল্লিক। জানুয়ারি মাস জুড়েই মিলবে এই দোকানে মেলে পিঠে, পুলি, পাটিসাপটা। পিঠের স্বাদ বেশ ভাল। বাড়িতে পিঠে না হলে ঘুরে আসতেই পারেন এই দোকান থেকে।

হিন্দুস্থান সুইটস ক্ষীরে ডোবানো পাটিসাপটার স্বাদ চেখে দেখতে চাইলে হিন্দুস্থান সুইটস থেকেও ঘুরে আসতে পারেন। যাদবপুর, টালিগঞ্জ কিংবা রাসবিহারি অ্যাভেনিউ শহরে নানা প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে এই মিষ্টির দোকানটি। এই মিষ্টির দোকানের যাদবপুর শাখ ায় পাবেন সোনার পিঠে, রুপোর পিঠের মতো একেবারে দুষ্প্রাপ্য সব পিঠে। মিলবে খাঁটি সোনা-রুপোর তবক দিয়ে তৈরি করা পাটিসাপটা পিঠের সম্ভার। যার স্বাদ ভোলার নয়। তাই উৎসবের দিনে মিষ্টিমুখ করতে আপনার পছন্দের তালিকায় এই দোকানটি রাখতেই পারেন।

নতুন ভোটারদের মন পেতে নয়া কর্মসূচি বঙ্গ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সামনেই ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে ২০১৯-এর মতো ২০২৪-এ বাংলায় টার্গেট করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে শাহ নিজেই জানিয়েছেন এবার ৩৫টি আসন বঙ্গে তিনি চান। বিজেপি ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৪২টি আসনকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। তার উপরে ভিত্তি করেই লড়াইয়ের পরিকল্পনা। সেই ভাগ মূলত করা হয়েছে আসনগুলিতে অতীতে বিজেপির ভোটপ্রাপ্তির উপরে নির্ভর করে। তাতেই বিজেপির অঙ্ক, রাজ্যে ১৭টি আসন বিজেপির কাছে 'সহজতম'। আরও ১৭টি 'সহজতর'। এর পরেও 'সহজ', 'কঠিন' এবং 'অতি কঠিন' ভাগ রয়েছে। 'সহজতম', 'সহজতর' আসনগুলির সঙ্গে আরও একটি যোগ করতে পারলেই ৩৫ হয়ে যাবে বলে বিজেপি নেতৃত্বের আশা। এই হিসাব নিয়ে এখনই কেন্দ্রীয় বা রাজ্য স্তরের বিজেপি নেতারা প্রকাশ্যে মুখ না খ ুললেও সেই মতো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেডর অন্দরে কান পাতলেই।

অমিত শাহের এই দাবির জেরে এবার বঙ্গে নতুন ভোটারদের মন পেতে কৌশলী বঙ্গ বিজেপি। নেওয়া হচ্ছে ফের 'মিসড কল' কৌশল। অতীতে 'মিসড কল' এর মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমেছিল রাজ্য বিজেপি। কিন্তু 'মিসড কল' এর মাধ্যমে সদস্য হলেও বর্তমানে সিংহভাগ সদস্যই কার্যত 'বেপাত্তা' বলে বিজেপি সূত্রের খবর।

আর সেই কারণেই এবার নয়া পন্থা নিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। এবার যুব সমাজকে বিজেপি শিবিরে টানতে 'নব মতদাতা সম্মেলন' করার পথে গেরুয়া শিবির। বিধানসভা পিছু এক হাজার জন করে নতুন ভোটার টার্গেট বঙ্গ বিজেপির। আগামী ২৫ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভার্চুয়াল নব মতদাতা সম্মেলনে এ রাজ্যের নতুন ভোটারদেরও যুক্ত করতে এখন মরিয়া রাজ্য বিজেপি।

বিশেষ এই কর্মসূচি সফল করতে দলের যুব মোর্চাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যজুড়ে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শপিংমল, রেলস্টেশন সহ জনবহুল এলাকা সহ ডিজিটাল মাধ্যমেও নতুন ভোটারদের টার্গেট করে পথে নামছে গেরুয়া শিবির। বাংলায় ৩৫ আসনের টার্গেট পূরণে এবার নতুন ভোটারদের দলে টানতে বিশেষ উদ্যোগ বঙ্গ পদ্ম শিবিরের বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের। একইসঙ্গে ৭৮২০০ ৭৮২০ এই নম্বরে 'মিসড কল' দেওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগামী ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে প্রচার চালানোর পাশাপাশি ১৭ থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় পদযাত্রাও করবে যুব মোর্চা।

এখানেই শেষ নয়, নতুন ভোটার সংযুক্তিকরণ অভিযান চলবে বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ ও মোর্চার ইনচার্জ তথা বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। আগামী ২৫ জানুয়ারি ভার্চুয়ালি এই নব মতদাতা সম্মেলন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন নরেন্দ্র মোদি বলে জানান ইন্দ্রনীল খাঁ। দেশজুড়ে নতুন ভোটারদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি মিলিত হবেন প্রধানমন্ত্রী। এই কর্মসূচিতে বাংলার নতুন ভোটারদেরও যুক্ত করার বিষয়ে এখ ন কোমর বেঁধেছে গেরুয়া শিবির। বাংলার দুশোটিরও বেশি এলাকায় বিশেষ নব মতদাতা সম্মেলনকে সামনে রেখে বিশেষ কর্মসূচি পালন করবে যুব মোর্চা বলে জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আগামী ২৫ জানুয়ারি ন্যাশনাল ভোটারস ডে উপলক্ষে বাংলার নতুন ভোটারদের সঙ্গেও ভার্চুয়ালি মিলিত হবেন নরেন্দ্র মোদি বলে জানান যুব মোর্চা নেতৃত্ব। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে,' সামনে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে বিজেপি নতুন ভোটারদের মন পেতেই এই কর্মসূচি পালন করতে চলেছে।'

সম্পাদকীয়

মানুষ, সমাজ ও নিজেকে জানতে বিবেকানন্দের পুনঃপাঠ খুব জরুরি

স্বামী বিবেকানন্দ মানেই কি ভারত মহাসাগরের বুকে একাকী পাথরখণ্ডে বসে অসমসাহসী ধ্যান? বা ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সালের 'সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অব আমেরিকা'? তার পর টানা মিনিট দুয়েকের করতালি? এই সবই হিমশৈলের চূড়াটুকু, প্রদীপের দপ করে জ্বলে ওঠা। সাধারণ মানসে বিবেকানন্দের যে জনপ্রিয় ইমেজটুকু ধরা আছে, তাতে এই চোখ-ধাঁধানো খণ্ডচিত্রগুলির আড়ালে পাঠ-প্রত্যাশী হয়ে বেঁচে থাকে মানুষটির জীবনচর্যা, তাঁর প্রদীপ হয়ে ওঠার পিছনের সুগভীর দর্শনের নিশ্ছিদ্র নির্মাণ ও তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদ। ১৮৯৭ সালে প্রথম বার বিদেশ থেকে দেশে ফিরছেন যখন বিবেকানন্দ, তাঁর তৎকালীন বক্তৃতামালায় বেদান্তের আদর্শে তিনি গড়ে তুলছেন ভারতের এক নবীন ধারণা; আবেগের বশে নয়, খুব সচেতন ভাবে। কী ভাবে গঠিত হবে নতুন দেশ? জাতীয় জীবনের মূল সুর ধর্মে অর্পিত করে তারই ভিত্তিতে তিনি গড়ে তুলছেন কিছু 'ন্যাশনাল আর্কেটাইপ'। এক সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শিরায় রক্ত ছুটিয়েছিল বিবেকানন্দের এই 'আর্কেটাইপ'; ভারতের 'ভারতীয়ত্ব' ফুটে উঠেছিল তাঁরই প্রবর্তিত নির্দিষ্ট সেবাকার্যে। স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, বিদ্যাদান ও অধ্যাত্ম সম্পদদানে প্রথমে বলীয়ান হবে ভারত; ক্রমশ সে নিজেকেও ছাড়িয়ে অদ্বৈতের একত্বে বাঁধবে সারা পৃথিবীকেই, তৈরি হবে ক্ষুদ্রতার সমস্ত সীমা-পেরোনো মানুষের এক বসত; বিবেকানন্দ গবেষক সান্ত্বনা দাশগুপ্ত যাকে বলছেন; 'দ্য সিটি অব ম্যানকাইন্ড'। সন্ন্যাসীর উদাসীন ভক্তিভাব নয়, বরং এক কর্মীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রজ্ঞা ফুটে ওঠে তাঁর প্রতিটি বক্তৃতায়, লেখায়। আধুনিক সময়ে, 'স্ক্রল' করে এগিয়ে যাওয়ার যুগে, যখন 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর ধারণাকেও পেরিয়ে যাচ্ছি আমরা এক দিকে, আর অন্য দিকে সাম্প্রদায়িকতা আর রাজনীতির খেলায় টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে দেশ ও মানুষ, বিবেকানন্দের পুনঃপাঠ প্রয়োজন; মানুষ, সমাজ ও নিজেকে নতুন ভাবে চিনতে।

আনন্দকথা

মধ্যহাতে — তাড়, তাবিজ ও বাজু; তাবিজের ঝাঁপা দোদুল্যমান। গলদেশে — চিক, মুক্তার সাতনর মালা, সোনার বত্রিশ নর, তারাহার ও সুবর্ণনির্মিত মুণ্ডমালা; মাথায় — মুকুট; কানে — কাননবালা, কানপাশ, ফুলঝুমকো, চৌদানি ও মাছ। নাসিকায় — নৎ, নোলক দেওয়া। ত্রিনয়নীর বাম হস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়। কটিদেশে নরকর-মালা, নিমফল ও কোমরপাটা। মন্দির মধ্যে উত্তর-পূর্ব কোণে বিচিত্র শয্যা — মা বিশ্রাম করেন। দেওয়ালের একপার্শ্বে চামর ঝুলিতেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ওই চামর লইয়া কতবার মাক ব্যজন করিয়াছেন। বেদীর উপর পদ্মাসনে রূপার গেলাসে জল। তলায় সারি সারি ঘটি; তন্মধ্যে শ্যামার পান করিবার জল। পদ্মাসনের উপর পশ্চিমে অষ্টধাতুনির্মিত সিংহ, পূর্বে গোধিকা ও ত্রিশূল। বেদীর অগ্নিকোণে শিবা, দক্ষিণে কালো প্রস্তরের বৃষ ও ঈশান কোণে হংস।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

মায়াবতী

১৯৫১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রীতিশ নন্দীর জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মায়াবতীর জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ভানুপ্রিয়ার জন্মদিন।*

সাহিত্যে মৃত্যু চিন্তা
ইয়ান ফসে বনাম রবীন্দ্রনাথ

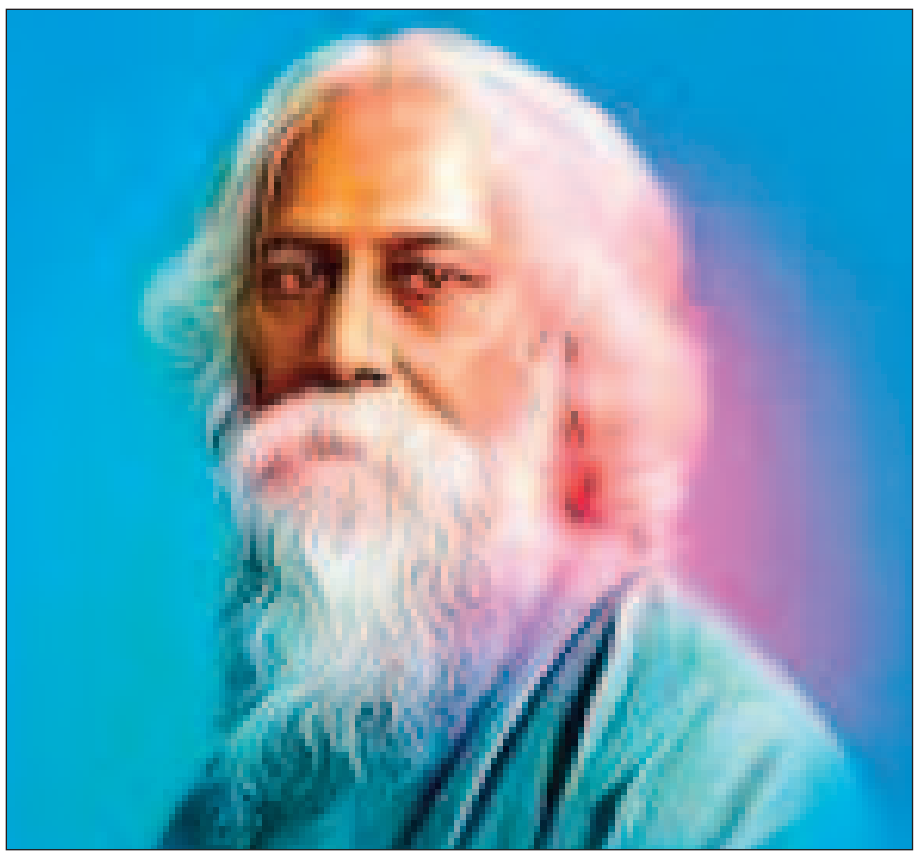

ড. গৌতম সরকার

কোনও এক কর্মব্যস্ত দিনের শেষে ক্লান্ত শরীরে বাড়িতে কিংবা অফিসে বসে যখন ভাবনা আসে, এই বিপুলা পৃথিবীতে যখন আমি থাকবো না, তখন কি রকম হবে? কোথাও কি কোনও পরিবর্তন হবে! সূর্য উঠবে, পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি স্বীয় চক্রে আবর্তিত হবে, গঙ্গা দিয়ে কত জল বয়ে যাবে, একলক্ষ লোক সল্ট লেক স্টেডিয়ামে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ দেখবে, সুইগি-জোমাটোর ডেলিভারি বয়েরা নক্ষত্রগতিতে রাজপথ ধরে ছুটে যাবে, দুর্গাপূজা, মহরম, বড়দিন, ভাইফোঁটা, জামাইষষ্ঠী সবকিছুই তিথি ক্ষণ মেনে হয়ে চলবে, শুধু আমি একা এক অনন্ত অন্ধকারে বোধহীন, অনুভূতিহীন তলিয়ে যাবো। এমন ভাবনা এলেই শরীরে একটা হিমঠান্ডা স্রোত বয়ে যায়। ভীষণ ভয়ে শিউরে উঠি, তড়িঘড়ি জীবনের ভারী বিষয়গুলিতে আঁতিপাতি ঢুকে পরিত্রাণ খুঁজি। আসলে শুধু আমি নয়, আমরা সবাই মৃত্যুর কথা ভাবতে ভয় পাই। মৃত্যু জাগতিক সময়ের একটা মুহূর্ত, এটাই সেই শেষমুহূর্ত যখন জীবনকে মাপে শুধুমাত্র মহাজাগতিক ঘড়ি, মানুষের বানানো বাকি সব ঘড়ি থেমে যায়।

মৃত্যু নিয়ে সাধারণ মানুষের চিন্তা অনুচ্চারিত, অলিখিত থেকে যায়, তবে মানুষের প্রতিনিধি হয়ে সাহিত্যিক, কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষকদের অনুভূতি ও কল্পনা আমরা তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে জানতে পারি। ২০২৩ সালের সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী ইয়ান ফসে মাত্র সাতবছর বয়সে এক ভীষণ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে মৃত্যুর খুব কাছ থেকে ফিরে এসেছিলেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে কমিউনিজম ও নৈরাজ্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেকে হিপ্পি, কখনও রকস্টার বলেও দাবি করলেও শৈশবের সেই মৃত্যুভয় তাঁকে যে সারাজীবন তাড়িত করেছে তাঁর প্রমাণ তাঁর গল্প, নাটক, উপন্যাসে খুঁজে পাই। প্রশ্ন উঠে আসে, এই মৃত্যুচিন্তার পিছনে কি ছিল তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন একাকিত্ব? ফসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সেপ্টোলজি'র 'অ্যা নিউ নেম' উপন্যাসের এক জায়গায় মৃত্যুকে নিয়ে লিখছেন, 'এটাই শেষ ঘটনা কিন্তু মহান ঘটনা, কেননা দৈনন্দিন জীবনকে তখন দেখে শুধু মহাজাগতিক ঘড়ি। মানুষের তৈরি সব ঘড়ি থেমে যায়।' এরপর 'মর্নিং অ্যান্ড ইভনিং' উপন্যাসের একটা জায়গায় দেখতে পাই তিনি লিখছেন, 'সে উঠে দাঁড়ালো, চারপাশ দেখে তার মনে হল সবকিছু একইরকম এবং একইসঙ্গে আলাদা।' এই যে জীবনকে একইসঙ্গে সদৃশ এবং বিসদৃশ রূপে দেখা সেটারও মূলে আছে ওই মৃত্যুচিন্তা। অন্যদিকে,'ড্রিম অফ অটামে' আমরা দেখতে পাই দুজন মানুষ মাঝসমুদ্রে একটা নৌকায় বসে আছে। হঠাৎ করে তাদের মধ্যে একজন জলে ঝাঁপ মেরে বলে ওঠে, 'সমুদ্র খুব হালকা, আমি খুব ভারী '। ফসের রচনায় এই যে মৃত্যুকে একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা এবং জীবন-মৃত্যুর মধ্যেকার এই সরু সুতোর ব্যবধান আমাদের বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দেয়। তিনি তাঁর লেখায় কোনও এক চরিত্রের মুখ দিয়ে সহজেই উচ্চারিত করান, 'মরে যাও, স্রেফ মরে যাও, জীবনে দেখার মত বেশি কিছু নেই, একমাত্র বুড়ো হওয়া ছাড়া।'

মৃত্যু নিয়ে ফসের উদ্বেগ, নিরাপত্তাহীনতা শৈশবকালে মৃত্যুকে বড় কাছ থেকে দেখার ফল, সেটাই আরেক বিশ্বনন্দিত সাহিত্যিক নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথের বেলায় অনেক বেশি সংযত, অনেক বেশি আত্মস্থ, এবং নান্দকিকতার সফল উপস্থিতিতে উত্তীর্ণ। অল্পবয়স থেকে প্রিয়জনের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের নিত্য সঙ্গী। বালক বয়সে মায়ের মৃত্যু, কিশোর বয়সে প্রিয় বৌদি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু, পরবর্তীতে স্ত্রী এবং সন্তানদের মৃত্যু তাঁর অন্তঃস্থলে প্রবল ভাঙচুর ও রক্তপাত ঘটালেও বাইরে নিজেকে সংযত ও অটল রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সব কান্না, কষ্ট, যন্ত্রণা সৃষ্টির চরণে অর্পণ করেছিলেন। তাঁর কলমে প্রতিভাত হয়েছে একের পর এক মৃত্যু নিয়ে কবিতা। সেগুলোই কবির কান্না, যন্ত্রণা, দীর্ঘশ্বাস। তিনি লিখেছেন, 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে/ তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত মাগে।' প্রিয়জনদের মৃত্যুতে তিনি বহির্চক্ষে নয়, অন্তর্চক্ষে অশ্রুমোচন করেছেন, সেটা কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের এইরকম একটি কবিতার নাম 'মৃত্যু', যেখানে তিনি লিখেছেন —

'মৃত্যু অজ্ঞাত মোর
আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে
এত ভালবাসি
বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে আমি ভালো
বাসিব নিশ্চয়।'

মৃত্যু একটি ভবিতব্য। একে স্বীকার না করে কোনও উপায় নেই। মৃত্যুকে সৃষ্টির এক অনিবার্য নিয়তি হিসেবে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মানুষ সবচাইতে ভয় করে মৃত্যুকে, তাই সে সচেতনভাবে মৃত্যুকে এড়িয়ে চলতে চায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টিতে, 'জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার পরিচয় পেতে হবে। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দি করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন।' (ফাল্গুনী, ১৩২২)

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ইশ্বরবিশ্বাসী। যতবার তাঁর জীবনে মৃত্যুশোক এসেছে, ততবারই নিজেকে আরও বেশি করে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করেছেন। তাঁর বহু কবিতা ও গানে পরমাত্মায় নিবিষ্ট হওয়ার আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। পরমপুরুষের পূণ্য সান্নিধ্যের মধ্যেই তিনি মৃত্যুশোক অতিক্রম করে জীবনের সুধারসের সন্ধানে ফিরেছেন। একটি গানে তিনি বলেছেন,

'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীত সুধারসে এসো।।
কর্ম যখন প্রবল আকার গরজি উঠিয়া
ঢাকে চারি ধার
হৃদয়প্রান্তে, হে জীবন নাথ, শান্ত চরণে এসো।।'

জীবনে প্রতিটি মানুষকেই কখনও না কখনও শ্মশানে যেতে হয়েছে। সেই সময়টুকুতে জীবনের শেষ পারানিতে বসে নিরাসক্তিতে ডুবে যেতে যেতে সকলের মনে হয়, কিসের এত দ্বন্দ্ব, লোভ-লালসা, অহমিকা, মত্ততা, হিংসা-বিদ্বেষ, প্রেম-বিরহ, জীবন যন্ত্রণা ! সবই তো নেহাত উপলব্ধির বুদবুদ, এই আছে এই নেই! জীবনের চাওয়া-পাওয়া, লাভ- লোকসানের অঙ্ক মুহূর্তে শূন্যে এসে দাঁড়ায়। কবির ভাষায়, 'মৃত্যুর ভিতর দিয়ে ফিরে আসা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যদি ঘটে, তবে অন্তত তখনকার মত অহমিকা শীতল হয়ে আসে, তবে কতখানি স্থায়ী হয় বলতে পারি না।' রবীন্দ্রনাথ একজন মহান দার্শনিক ছিলেন। তাঁর মত করে ভাববার ক্ষমতা আমাদের মত সাধারণ মানুষের নেই। তাই আমাদের জন্য, যারা মৃত্যু ভয়ে কম্পিত, যারা মৃত্যুকে এড়াতে দারুণভাবে বেঁচে থাকার ভান করে, তাদের জন্য তাঁর লেখার মধ্যে মৃত্যুকে মেনে নিয়ে জীবনকে উপভোগের পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। তাই মৃত্যুকে অবশ্যম্ভাবী জেনেও জীবনের পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে লিখেছেন,

'এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি,
এ ভালোবাসাই সত্য এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।'

আবার আমরা যদি ফসের সাহিত্যচর্চায় চোখ ফেরাই, আমাদের আগ্রহ সমাপিত হয় তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন ধারার বৈচিত্র্যে। কবিতা ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি অস্তিত্ববাদী হলেও নাটকের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদী। একটা ইন্টাভিউতে তিনি বলেছেন, 'সবই মৃত্যুর ভিতর শেষ হয়।' মেলাঙ্কলি নাটকে মৃত্যুকে উপস্থাপন করেছেন একটা বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে। এইসময় তাঁর নিজের বৈবাহিক জীবনেও টানাপোড়েন চলছিল। সেটি উল্লেখ করে বলেছেন, 'মনে হচ্ছিল নাটকের মত আমরাও আমাদের সম্পর্কের যবনিকা টানছি।' 'মেলাঙ্কলি' নাটকের শেষে একটা জায়গায় লিখছেন, 'তার স্তনের দিকে নজর যেতেই মনে হল, খুব কোমল ও যথেষ্ট আকর্ষণীয় কিছুও একসময় বিশ্রী টিউমারের মত লাগে, যখন সম্পর্কের মৃত্যু ঘটে।'

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় মৃত্যু শেষ পরিণতি নয়। বয়সের সাথে সাথে চিন্তার গভীরতা ও ব্যাপ্তির প্রসারের সঙ্গে মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ধারণার বিবর্তন ঘটেছে। প্রিয়জনদের অকালমৃত্যুর শোক কবির মধ্যে প্রশ্ন জাগিয়েছে, মানুষের জীবনে দুঃখের ভূমিকা কি? সেই সত্যসন্ধান তিনি সারাজীবন ধরে চালিয়ে গেছেন। মৃত্যুর পর কী? অনন্ত শূন্যতা, না নতুন করে শুরু! কবির এই সন্ধান সঠিক ঠিকানা খুঁজে পায়নি। তাই জীবন সায়াহ্নে এসে তাঁর জিজ্ঞাসা আমাদের মত সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসার সাথে মিলেমিশে এক হয়ে ওঠে,

'ওগো পথিক, দিনের শেষে
যাত্রা তোমার কোন সে দেশে
এ পথ গেছে কোনখানে?'

লেখক: অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক, যোগমায়া দেবী কলেজ

তথ্যঋণ:
১. রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তা বীরেন মুখার্জী, বাংলা ট্রিবিউন, ৭ আগস্ট, ২০২০
২. নোবেল বিজয়ী ইয়ান ফসের সাহিত্যে মৃত্যুচিন্তা দেবদুলাল মান্না, ইত্তেফাক, ১৫ অক্টোবর, ২০২৩

সব তীর্থ একবার গঙ্গাসাগর বারবার — সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সত্যব্রত কবিরাজ

এখন থেকে সত্তর বছর পূর্বে পরমপুরুষ ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব গঙ্গাসাগরে গঙ্গার মোহনা এলাকায় মন্দির স্থাপনের মানসে সেখানে হাজির হন। কিন্তু দৈবাদেশ হল আমার কিনারায় থাকাটা ঠিক হবে না বাবা ! কিন্তু সীতারামদাস গঙ্গা মাতার আদেশ অগ্রাহ্য করে গঙ্গা তীরেই আশ্রম স্থাপনের জেদ ধরে বসলেন। ইতিমধ্যে সাগরের খামখেয়ালি মর্জির ফলে কপিল মুনির আশ্রম মন্দিরই তিন তিনবার স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া এসময় হঠাৎই সুনামির খবর পেয়ে সরকারি আধিকারিকরা সেখানে হাজির। স্থানীয় মানুষকে সতর্ককরার জন্যই তারা সেখানে গিয়েছেন। আধিকারিকরা দুই নম্বর গেটের নিকট সীতারামদাসজির অনুগামীরা মন্দির স্থাপনের জন্য সমবেত হয়েছেন বলে জানতে পারলেন। তড়িঘড়ি সেখানে আধিকারিকরা গিয়ে হাজির হলেন, এবং সমবেত ওঙ্কারনাথদেবের অনুগামীদের অনুরোধ করলেন সেসময়ে সাগর তীরে গঙ্গার কিনারায় থাকাটা নিরপদ হবে না, এমনকী সেখানে আশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। কিন্তু ওঙ্কারনাথ দেবের অনুগামীরা জানালেন তারা গুরুদেবের আদেশ পালন করার জন্যই সেখানেই আশ্রম স্থাপন করবেন এবং এজন্য যা করণীয় তার জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আধিকারিকরা বললেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে আপনারা সরকারি আদেশ অমান্য করে এখানে থাকতে পারবেন না। পুলিশ বল প্রয়োগ করে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু ওঙ্কারনাথদেবের অনুগামীরাও অনড় সেখানেই তারা আশ্রম স্থাপন করবেন। ওঙ্কারনাথদেবের নাম শুনে আধিকারিকরাও খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পুলিশ দিয়ে সীতারামদাসজির অনুগামীদের জোর করে সরিয়ে দিতে কিন্তু কিন্তু করতে লাগলেন। এক বরিষ্ঠ আধিকারিক অনুগামীদের অনুরোধ করলেন তাদের লিখিত দিতে হবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের কোনও ক্ষতি হলে তারা নিজেরাই সেজন্য দায়ী হবেন। প্রশাসন কোনও দায়িত্ব নেবে না, কারণ প্রশাসন চেষ্টা করেও তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিতে অপারগ হয়েছেন। সীতারামদাস অনুগামীদের মধ্যে থেকে এমন লিখিত মুচলেখা দেওয়া হল। আর সীতারামদাসের নির্দেশে তারা গঙ্গার দিকে মুখ করে কয়েকটা টিনের চোঙা বানিয়ে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে নাম কীর্তন শুরু করে দিল। পরের ঘটনায় স্থানীয় মানুষ হতভম্ভ হয়ে দেখলেন কপিল মুনির আশ্রম দূরে সরে গেলেও সীতারামদাসের অনুগামীরা সেখানে যেমন ছিল তেমনই রয়েছেন এবং অখণ্ড নামকীর্তনে মত্ত হয়ে রয়েছেন। তাদের কোনও ক্ষতি হয়নি। এখানেই দুই নং গেটের কাছে যোগেন্দ্র মঠ স্থাপন করা হল। এখনও কপিলমুনির আশ্রমের নিকটেই যোগেন্দ্র মঠে লদীনারায়ণ মন্দির বিরাজ করছে। সে সময় সীতারামদাসজি বললেন , সব তীর্থ একবার , গঙ্গাসাগর বার বার। প্রকৃত পক্ষে সেই থেকে গঙ্গাসাগরে স্নানের জন্য লাখ লাখ মানুষ সেখানে সমবেত হচ্ছেন। স্থানীয় মানুষ এখনও বিশ্বাস করে যোগেন্দ্র মঠের প্রতিষ্ঠাতা সীতারামদাসজির তপোবলেই এমন অসাধ্য সাধন হয়েছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগ মহকুমা আদালতে ডিভোর্সের সংখ্যা বাড়ার দাবি, উদ্বিগ্ন বুদ্ধিজীবী মহল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগ মহকুমা আদালতে লাফিয়ে লাফিয়ে ডিভোর্স মামলার সংখ্যা বাড়ছে বলে দাবি। দম্পতি যুগল আদালতে এসে একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকছেন। মূল অভিযোগ পরকীয়া সম্পর্ক। আরও দাবি, সদ্য গোঁফ ওঠা তরুণ ও কলেজ পড়া তরুণীরা গোপনে স্পেশ্যাল ম্যারেজ আইনে বিয়ে সেরে ফেলছেন। সেই বিয়েও দ্রুত ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। সম্পর্ক বদলের এই চিত্র ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে।

ভারতে পরকীয়া সম্পর্ক ফৌজদারি অপরাধ নয়। শীর্ষ আদালত ২০১৮ সালে রায় দেয় পরকীয়া সম্পর্কের জেরে বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে পারে। কিন্তু পরকীয়ার জেরে ‘অপর’ পুরুষটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা বা তাঁকে অপরাধী দেগে দেওয়া যাবে না। দাম্পত্য সম্পর্ক এই প্রশ্ন রেখে কিনা তা নিয়ে আইন মহলেই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। ডিভোর্স মামলার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা বৃদ্ধি সেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

আরামবাগ মহকুমা আদালতে ২০২১ সাল পর্যন্ত বছরে দু’শোর মতো ডিভোর্স মামলা হত। সেই সংখ্যা গত ২১-২৩ সালে সাড়ে তিনশো পার করে চারশো ছুঁইছুঁই করছে। প্রতি মাসে গড় মামলার সংখ্যা আগের থেকে বাড়ছে। বিয়ের ক্ষেত্রে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এখন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পরিসংখ্যানে গত দু’বছরে ডিভোর্স মামলার ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ দেখে তাজ্জব হচ্ছেন আদালতের আইনজ্ঞরাই। সোশ্যাল ও স্পেশ্যাল ম্যারেজ আইনে ডিভোর্স মামলা এলেই কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে অল্পবয়সিদের স্পেশ্যাল ম্যারেজ আইনে বিয়ে করা ও দ্রুত বিয়ে ভাঙার চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিয়ে করার কিছুদিনের মধ্যেই যুগলরা কোর্টে এসে ডিভোর্স ফাইল করছেন।

আইনজ্ঞদের একাংশের মত, একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাওয়া ও থাকার ছাড়পত্র হিসেবে ম্যারেজ সার্টিফিকেটকে কাজে লাগানো হচ্ছে। মহকুমা আদালতের এক সরকারি কৌঁসুলির দাবি, ‘পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত দুই বছর ধরে দু’টো বিষয় আমাদের নজরে আসছে। প্রথমটি ডিভোর্স মামলা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ডিভোর্স মামলায় এতদিন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের প্রাধান্য থাকত। এখন পরকীয়া সম্পর্কের অভিযোগ জুড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয়টি আরও উদ্বেগজনক। ১৮ থেকে ২৫ বয়সি ছেলেমেয়েদের স্পেশাল ম্যারেজ আইনে বিবাহ ও খুব দ্রুত ডিভোর্স মামলা ঘটছে। আরামবাগ মহাকুমা আদালতে একশোটি ডিভোর্স মামলার মধ্যে ২০ শতাংশ মামলা এই জাতীয়। অল্পবয়সিদের এই বিয়ে ও দ্রুত ডিভোর্সের পুরো ঘটনায় বড়দের অজান্তে ঘটছে।’

মহকুমা আদালতের এক আইনজীবীর দাবি, ডিভোর্স মামলা বাড়ছে, কিন্তু পরকীয়ার জেরেই সংখ্যা বাড়ছে এখনই সেটা বলা যাবে না। তবে অল্পবয়সিদের মধ্যে স্পেশাল ম্যারেজ আইনে বিবাহ ও দ্রুত ডিভোর্স নেওয়ার ঘটনা চোখে পড়ছে। ঠিক কী কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে সেটা সার্বিক ভাবে দেখা দরকার। মহকুমা আদালতের আর এক আইনজীবী সুকান্ত হালদারের দাবি, শীর্ষ আদালত একটা জিনিস স্পষ্ট করে দিয়েছেন, পরকীয়া ফৌজদারি অপরাধ নয়। নারী ও পুরুষের সহমত অধিকারের বিষয়টি এই আইনে গুরুত্ব পেয়েছে। এটাও বলা হয়েছে, পরকীয়ার কারণে অসুখী বিবাহ-সম্পর্ক হতে পারে না, অসুখী বিবাহ-সম্পর্কের কারণে পরকীয়া হতে পারে।

বারাসতে মহিলা তৃণমূলের কর্মিসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: অধীর চৌধুরী কী বলছেন, তা দিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের দল চলে না। ইন্ডিয়া জোটে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাই মেনে নেওয়া হয়েছে। ফলে অধীর চৌধুরী কী বললেন, তাতে কিছু যায় আসে না। উনি যেটা বলছেন সেটা ওনার দল বুঝবে। অধীর চৌধুরীর মন্তব্যে জোটে কোনও প্রভাব পড়বে না। এই কারণেই এরাজ্যে কংগ্রেস শূন্য হয়ে গিয়েছে বলেই দাবি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রীমা ভট্টাচার্যের।

শনিবার সন্ধ্যায় বারাসত সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে লোকসভা নির্বাচনে আগে তৃণমূলের মহিলা কর্মিসভার আয়োজন করা হয়েছিল বারাসত বিদ্যাসাগর মঞ্চে। সেখানে এসেই এমনই মন্তব্য করেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিনের সভায় ৭টি বিধানসভার প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার মহিলা তৃণমূল কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বারাসতের সাংসদ তথা বারাসত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বারাসত সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি স্বপ্না বসু সহ তৃণমূলের বিভিন্ন শ্রেণির নেতৃত্ব বর্গীরা।

এদিন কাকলি ঘোষ দস্তিদার কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনারা ঘরের মহিলাদের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়ান। সর্বত্র মহিলাদের সঙ্গে বিজেপির কুকীর্তি, ধর্ম নিয়ে বিভাজন, রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা, মহিলাদের ওপর অত্যাচারের বিষয়গুলি তুলে ধরুন। পাশাপাশি এরাজ্যে মহিলারা যে সুরক্ষিত, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মহিলাদের ৪০ শতাংশ সংরক্ষণ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী সেকথাও তুলে ধরুন।’

রাজ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক সকল প্রকল্পের প্রচার করুন। রামমন্দির প্রসঙ্গে তিনি মহিলাদের উদ্দেশে বলেন, ‘একটি অসম্পূর্ণ মন্দিরে রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে অধর্ম করছে বিজেপি।’ এই অর্ধমের ফল তারা ২০২৪ এর লোকসভায় ভুগবে বলেও দাবি করেন কাকলি। তিনি মহিলাদের একযোগে লড়াইয়ের আবেদনও করেন। শেখ শাহজাহান ভিন দেশে পালিয়ে যাওয়ার যে অভিযোগ বিজেপি করছে, তার প্রসঙ্গেও কাকলি বলেন, ‘সীমান্তে পাহারা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। সেক্ষেত্রে সে যদি পালিয়ে যায় তার দায়ও বিজেপি এবং যারা অভিযোগ করছেন তাদের সরকারের। তা হলে তাদের বোঝা উচিত তাদের দল তাদের সরকার মানুষের কী সুরক্ষা দেবে।’

রাম আবেগকে সামনে রেখে স্বচ্ছ তীর্থ অভিযান বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আগামী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্বোধন। অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন এবং ওই দিনই রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে তার আগেই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় তীর্থস্থান সাফাই অভিযানে নামল বিজেপি। আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি উদ্বোধনের। তার আগেই রবিবার দেশজুড়ে ভিন্ন চিত্র দেখা গেল বিজেপির।

এদিন সকাল থেকে ঝাঁটা হাতে নিয়ে মন্দির সাফাই অভিযানে নামল বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন আরামবাগের গোঘাটের বিভিন্ন মন্দিরে স্বচ্ছ তীর্থ অভিযান করেন বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি ড. ইন্দ্রনীল খান। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি উপাশক দে সহ গোঘাটের বিজেপি নেতৃত্ব। রাম মন্দির উদ্বোধনের পূর্বে স্বচ্ছ তীর্থ কর্মসূচিতে ঝাঁটা হাতে মন্দির পরিষ্কার করলেন বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি ড. ইন্দ্রনীল খান।

জানা গিয়েছে, আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তার আগে বিজেপি কার্যকর্তাদের নতুন কর্মসূচি দেওয়া হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। মন্দির সাফাই অভিযান। এদিন বিজেপি নেতাকে কখনও দেখা গেল ঝাঁটা হাতে মন্দির পরিষ্কার করতে, আবার কখনও দেখা গেল, জল দিয়ে

ধুয়ে মুছে সাফ করছেন মন্দির চত্বর। কামারপুকুর মঠ ও মিশনে চলে এই কর্মসূচি।

এই বিষয়ে রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি ড. ইন্দ্রনীল খান বলেন, ‘আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। তাই এদিন থেকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রতিটি মন্দির ও তীর্থস্থানে স্বচ্ছ তীর্থ কর্মসূচি করছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যুব সমাজকে এই কর্মসূচি করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তাই এই কর্মসূচি চালিয়ে যাব।’ অপর দিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি উপায়ক দে জানান, রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি ড. ইন্দ্রনীল খান এসেছিলেন স্বচ্ছ তীর্থ কর্মসূচিতে। গোঘাটের কামারপুকুর মঠে এই অভিযান হয়। আগামী ২২ তারিখ পর্যন্ত এটি চলবে।

মানকুণ্ডু স্টেশনের ডাউন এক নম্বর লাইনে ফাটল, ট্রেন চলাচলে সাময়িক বিঘ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মানকুণ্ডু: একটি স্টেশনের রেললাইনে ফাটল। জানা গিয়েছে, মানকুণ্ডুতে রবিবার সকাল ৯.১৫ নাগাদ ডাউন এক নম্বর লাইনে ফাটল নজরে পড়ে। রেল লাইন মেন্টেন্যান্সের কর্মীরা এসে কাজ শুরু করেন। এর ফলে হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় ট্রেন চলাচল সাময়িক ব্যাহত হয়। জানা গিয়েছে, দু’নম্বর রিভার্স লাইন দিয়ে ট্রেন চালু থাকে। ফাটল সায়মিক মেরামত করে ৩০ কিমি গতিবেগে ট্রেন চালানো হয় ডাউন লাইন থেকে। রেল কর্মীরা জানিয়েছেন, ফাটল ধরা ট্র্যাক বদল করে ফিসপ্লেট লাগিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। ঠান্ডার সময় লোহার ট্র্যাকে টান পড়ে। সেই কারণেই ফাটল ধরে। রেল কর্মী বলেন, ‘লাইনে ফাটল হওয়ার খবর পেয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে চলে আসি। ইমারজেন্সি প্লেট লাগানো হয়। ট্রেন ধীর গতিতে চলাচল করেছে। স্থায়ী ভাবে যখন ট্র্যাক পালটনো হবে, তখন ডাউন লাইনে ট্রেন বন্ধ থাকবে।’

পথ সুরক্ষা সপ্তাহ পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথ সুরক্ষা সপ্তাহ নেহরু যুব কেন্দ্র বর্ধমান দ্বারা পালন করা হল রবিবার। এই উপলক্ষে পদযাত্রা, সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন স্কাউট অ্যান্ড গাইডের ডিস্ট্রিক কমিশনার জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অধ্যক্ষতা করেন সুজন ঠাকুর। সকলকে সড়ক সুরক্ষার নিয়ম পালন করতে ও সচেতন হতে আহ্বান করেন।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: পিকনিক করে বাড়ি ফেরার পথে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে বিষ্ণুপুরে। লরি ও ছোট গাড়ির সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়, আহত দুই।

পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে একটি ছোট গাড়ি করে চালক সহ মোট ছ’ জন বাঁকুড়া এসেছিলেন পিকনিক করতে। জানা যায়, প্রথমে তাঁরা শুশুনিয়া পাহাড় থেকে মুকুটমণিপুরে পিকনিক করে বিষ্ণুপুর হয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে ফিরছিলেন। ঠিক তখনই বাঁকাদহ চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে সামনের দিক থেকে আসা একটি পণ্য বোঝাই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যায় ছোট গাড়িটি, রাস্তার পাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় পণ্য বোঝাই লরিটি। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে আনা হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ছোট গাড়ির চালক ৪২ বছরের দীপক কুমার জানাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানা এলাকায়। আহত দুই ব্যক্তির অবস্থার অবনতি দেখে অন্যত্র পাঠানো হয়। সমগ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়।

বনগাঁ সীমান্তে উদ্ধার ১৩ লক্ষ টাকার সোনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁ সীমান্তে উদ্ধার হল প্রায় ১৩ লক্ষ টাকার সোনা। বিএসএফের জালে আটক দুই পাচারকারী। বাংলাদেশ থেকে ভারতে সোনা পাচারের সময় দুই বাংলাদেশি মহিলাকে হাতেনাতে ধরল বিএসএফ। উত্তর ২৪ পরগনার ভারত-বাংলাদেশের পেট্রাপোল সীমান্তের ঘটনা। বিএসএফ জানিয়েছে, ওই দুই মহিলা পাচারকারী সোনার চুড়ি ও চেন পরিহিত অবস্থায় ভারতে ঢোকার সময় জওয়ানদের হাতে ধরা পড়ে যায়। ধৃতদের নাম সমধর ধর ও রিনা ধর, দু’জন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১৯৪ গ্রাম সোনা, বাজারে যার মূল্য ১২ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৬১ টাকা। উদ্ধার হওয়া সোনা ও দুই পাচারকারীকে পেট্রাপোল শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেয় বিএসএফের ১৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা।

অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধনে চন্দননগরের আলোর রোশনাই

বনস্পতি দে

চন্দননগর: জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই চন্দননগর আর আলোর খেলা। রাজ্যের গণ্ডি পার করে ফরাসডাঙার আলোর খ্যাতি দেশজুড়ে। এবার সেই চন্দননগরের আলো চলল রামভূমে। অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবে ২২ জানুয়ারি। সেখানেই চলেছে চন্দননগরের আলোর রোশনাই।

এর আগে দীপাবলিতে চন্দননগরের আলোয় সেজেছিল অযোধ্যার পথঘাট। এবার রামমন্দির উদ্বোধনেও চন্দননগরের আলোয় সেজে উঠবে রাম-রাজ্য। প্রায় ২ কোটি টাকার বরাত এসেছে সেখান থেকে। সমস্ত পসরা নিয়ে চন্দননগরের আলোকশিল্পীরা চললেন অযোধ্যায়। ১-২ জন নন, হুগলি থেকে ১৫০ জন আলোকশিল্পী যাচ্ছেন সেখানে। ফিরোজাদাবাদ থেকে অযোধ্যার রাম মন্দির পর্যন্ত গেট লাগানো হবে। সেখানেই আলোয় আলোয় ফুটিয়ে তোলা হবে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা থেকে হনুমান, অশোকবন, বানরসেনার ছবি। সেখানে আলোয় ফুটবে পদ্মফুল।

৩০০টি আলোর গেট থাকবে রামমন্দির যাওয়ার রাস্তায়। এই আলো জ্বলবে এক বছর ধরে। লোহার কাঠামোর ওপর নতুন ধরনের এলইডি স্ট্রিপ দিয়ে সাজানো হবে আলো। এখানকার এক আলোকশিল্পী এই আলো ও শিল্পীদের নিয়ে শনিবারই রওনা দিয়েছেন অযোধ্যার পথে। কিছু প্রস্তুতি এখান থেকেই সারা হয়েছে। বাকি কাজ সেখানে গিয়ে হবে। ২০ তারিখের মধ্যে সমস্ত কাজ সেরে ফেলবেন শিল্পীরা। দেশ-বিদেশের মানুষ দেখবেন চন্দননগরের আলোয় কেমন সেজে উঠেছে রাম জন্মভূমি।

Office of the Khandaghosh Panchayat Samity
Sagrai, Purba Bardhaman

e-TENDER NOTICE

Tender Id: 2024_DMB_645691_1
Bid Submission Start Dt. & Time (online): from **15/01/2024 up to 09:00 am**. Bid submission closing Dt. & Time (online): **upto 22/01/2024 up to 09:00 am.** For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Khandaghosh Panchayat Samity

Office of the Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

NIET No. 15/15TH/ JGP/2023-24 & 16/15TH/ JGP/2023-24 Memo No: - 06/JGP/e Tender/2023-24 & 07/ JGP/e. Tender/2023-24
Last Date of Issuing Tender Paper: **22.01.2024 Up to 10.00 Hours**. Submission Date From: **15.01.2024 (10.00 Hours)** to **22.01.2024 (10.00 Hours)** Tender Opening Date: **24.01.2024 at 10.00 Hours**
For Details Contact with the Office of the Undersigned at Any Working Days
Sd/- Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

ই-নিলামের সংশোধনী
তারিখ ০২.০১.২০২৪
জোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত

কোম্পানির সম্পদ ‘‘যেখানে যেমন এবং যা আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত’’ ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের নোটিশ যা ০২.০১.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত জোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত, সম্ভাব্য নিলামের তারিখ ধার্য ছিল ১৬ জানুয়ারি ২০২৪। এতদ্বারা আরও অবগত করা হচ্ছে ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে ই-নিলাম প্রক্রিয়া বর্তমানে নিম্নোক্ত মতে পরিবর্তন করা হয়েছে :-
ই-নিলামের তারিখ : ২৭ জানুয়ারি ২০২৪।
ইওআই দাখিল : ২৫ জানুয়ারি ২০২৪।
স্থান পরিদর্শন : ২৪ জানুয়ারি ২০২৪।
অন্যান্য বিস্তারিত এবং নিয়ম এবং শর্তাদি পাওয়া যাবে ইওআই দাখিলের পর ই-মেল মারফত।
স্বা/-
শান্তনু ভট্টাচার্য
লিকুইডেটর
জোতশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত
রেজি নং :- IBBI/IPA-001/IP-P01141/2018-19/11868
ইমেল : ip.santanu@gmail.com

পেবকো মোটরস লিমিটেড
CIN L67120WB1971PLC029802
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮এ, মোনালিসা, ১৭ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন : +৯১ (০৩৩) ৪৬০২ ৫৫৯২; **ইমেল :** ro@pebcomotors.com **ওয়েবসাইট :** www.pebcomotors.com

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮, ১১০ এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস এবং সংশোধিত মতে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার সমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে, ২০২১ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ডিলিস্টিং অব ইক্যুইটি শেয়ারস) রেগুলেশনস এবং সংশোধিত মতে (‘‘সেবি ডিলিস্টিং রেগুলেশনস’’) অনুযায়ী ৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে নির্ধারিত মতে এবং বিশেষ প্রস্তাব এবং বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন সংযুক্ত মতে পেবকো মোটরস লিমিটেড (কোম্পানি) এর ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ স্বেচ্ছায় তালিকা বিমুক্তিকরণের জন্য রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা পোস্টাল ব্যালট মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন যাচনা।
শ্রী কিষাণ এন পারিখ, কোম্পানির চেয়ারম্যান, স্ক্রুটিনাইজার শ্রী অতুল কুমার লব- মেসার্স এ কে লব অ্যান্ড কোং, কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত (সদস্য নং ৪৮৪৮,সিপি নং ৩২৩৮) কর্তৃক ১৩/০১/২০২৪ তারিখে প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করেছেন। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ১৩৮০১/২০২৪ তারিখে নিম্নোক্ত মতে ঘোষিত হয়েছে :
গৃহীত পোস্টাল ব্যালট ভোটের সংক্ষিপ্ত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	প্রদত্ত ভোট	ব্যালটের মাধ্যমে ভোট	বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট	মোট বৈধ ভোট	বকেয়া শেয়ারের জন্য প্রদত্ত ভোট শতাংশ
১	পক্ষে	নেই	৯,৩৪,০২০	৯,৩৪,০২০	১০০
২	বিপক্ষে	নেই	নেই	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	মোট	-	৯,৩৪,০২০	৯,৩৪,০২০	১০০

প্রয়োজনীয় প্রস্তাব : (সাধারণ/বিশেষ)	কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের স্বেচ্ছামূলক তালিকাবিমুক্তির জন্য বিশেষ রেজোলিউশন যেমন, একমাত্র স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত।
প্রমোটার/প্রমোটার গ্রুপ এজেন্ডা/রেজোলিউশনে কি আগ্রহী?	হ্যাঁ

ক্যাটাগরি	ভোটের ধরণ	মোট ভোট	বকেয়া শেয়ারের জন্য ভোট শতাংশ	পক্ষে ভোট সংখ্যা	বিপক্ষে ভোট সংখ্যা	বকয়া শেয়ারের জন্য প্রদত্ত ভোট শতাংশ	বকয়া শেয়ারের জন্য বিপক্ষে ভোট শতাংশ
প্রমোটার এবং প্রমোটার গ্রুপ	ফিজিক্যাল ব্যালট						
	ই-ভোটিং	৭,৪৭,৫৪৫	১০০	৭,৪৭,৫৪৫	০	১০০	০
সাব টোটাল (এ)		৭,৪৭,৫৪৫	১০০	৭,৪৭,৫৪৫	০	১০০	০
পাবলিক ইনস্টিটিউশন	ফিজিক্যাল ব্যালট	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই
	ই-ভোটিং	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই
সাব টোটাল (বি)							
পাবলিক শেয়ারহোল্ডার	ফিজিক্যাল ব্যালট						
	ই-ভোটিং	১,৮৬,৪৭৫	১০০	১,৮৬,৪৭৫	০	১০০	০
সাব টোটাল (সি)		১,৮৬,৪৭৫	১০০	১,৮৬,৪৭৫	০	১০০	০
মোট		৯,৩৪,০২০	১০০	৯,৩৪,০২০	০	১০০	০

দ্রষ্টব্য :
ক) সেবি ডিলিস্টিং রেগুলেশন অনুযায়ী ‘‘পাবলিক শেয়ারহোল্ডারস’’ এবং ‘‘প্রমোটার শেয়ারহোল্ডারস’’ নির্দেশিত মতে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
খ) পাবলিক শেয়ারহোল্ডারসগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত রেজলিউশনের পক্ষে প্রদত্ত মোট বৈধ ভোট ডিলিস্টিং রেগুলেশনস অনুযায়ী অবশ্যক মতে প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্য দ্বিগুণের অধিক।
ফলে ৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত বিশেষ প্রস্তাব সেবি ডিলিস্টিং রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৮(১)(বি) মতে আবশ্যক সংখ্যাধিক্যে অনুমোদিত এবং উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
পেবকো মোটরস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
শিল্পা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং: এ৩২৩৪৪

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩/০১/২০২৪

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
নরেশ রিটেল মার্ট এলএলপি-দেউলিয়াগ্রস্ত (কর্পোরেট ডেটর)

এলএলপিইএন: এএআই-৩৩৭৮
রেজি. অফিস : ৩৭, ভগবান গাঙ্গুলি লেন, হাওড়া - ৭১১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ই-নিলাম নোটিশ ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদ বিক্রির জন্য
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১২/০২/২০২৪ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং সংশ্লিষ্ট রেগুলেশনস অধীনে কর্পোরেট ডেটরের নিম্নোক্ত বর্ণিত মতে সম্পদ ‘‘যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে’’ বিক্রয় করা হবে এবং উক্ত প্রক্রিয়া কোনও সতর্কতা বা প্রতিশ্রুতি ব্যতীতই।
নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://ncltauction.auctiontiger.net মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে।
বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের মূল বিবরণ :

ক্রম নং	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা পরিমাণ)	ইএমডি (টাকায় পরিমাণ)
১	প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি এবং দ্রব্যাদির তালিকা যেমন : কমপ্রেসর, একটি ৪ চাকার ২০০৫ মেক, আসবাব সোফা, ড্রেস মেটিরিয়াল, অন্যান্য স্টেশনারি দফাগুলি ইত্যাদি স্টোরে অবস্থিত ঠিকানা : ৮/৬ কাশুন্দিয়া সেকেন্ড বাইলেন, হাওড়া - ৭১১১০৪, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	৪৬৪৬৬০ টাকা	৪৬৫০০ টাকা

সম্পদের পরিদর্শনের তারিখ : নোটিশ প্রকাশের ৪৮ ঘণ্টা পরবর্তী লিকুইডেটর নির্ধারিত যেকোনও তারিখ। ই-নিলাম নথিতে বিস্তারিত প্রদত্ত। যে কোনও আগ্রহী ক্রেতা সম্যকভাবে অবগত হওয়ার পরই টেন্ডার দাখিল করবেন।
আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে ১০.০২.২০২৪ তারিখের পূর্বে ‘‘নরেশ রিটেল মার্ট এলএলপি-দেউলিয়াগ্রস্ত’’ অ্যাকাউন্ট নং ১৬৭৩১১০১০০০০১০৮ এবং আইএফএসসি কোড -ইউবিআইএন০৮১৬৭৩৬ অ্যাকাউন্টে ইএমডি (ফেরতযোগ্য) দাখিল করতে পারেন।
ই-নিলাম বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে https://ncltauction.auctiontiger.net প্রাপ্ত বিক্রয় নোটিশ দেখুন। ই-নিলাম নিয়ে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে যোগাযোগ করুন : শ্রী প্রবীণ কুমার থেবর, ০৯৭২২৭৭৮৮২৮/০৭৯৬৮১৩৬৮৫৪, ই-নিলাম ওয়েবসাইট : https://ncltauction@auctiontiger.net যোগাযোগ করতে পারেন।
তারিখ : ১৫.০১.২০২৪ **নিতাই বসাক**
স্থান :কলকাতা লিকুইডেটর- নরেশ রিটেল মার্ট এলএলপি-দেউলিয়াগ্রস্ত
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-003/IP-N00327/2020-2021/13421
রেজি. অফিস : ফ্ল্যাট নং ৩বি, সৃজনি অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৪টি/৩, এন কে ঘোষাল রোড, কসবা, কলকাতা- ৭০০০৪২
লিকুইডেটরের ই-মেল, বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত মতে : nbasak2002@yahoo.co.in
যোগাযোগের জন্য ই-মেল : cirp.nareshretail@gmail.com

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে **৩১.০১.২০২৪** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি’-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ৩১.০১.২০২৪
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - ‘আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমএসটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।’

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : সাকেত ইনফ্রা ডেভেলপারস প্রা লি। ব্যক্তিগত জামিনদাতা : ১) শ্রী সাকেত খৈতান,** পিতা শশী কান্ত খৈতান, ২) **শ্রী সৌরভ খৈতান,** পিতা বিজয় কুমার খৈতান, ৩) **শ্রীমতি কিরণ খৈতান,** পিতা মাতাদিন টিবরেওয়াল, ৪) **শ্রী অভিষেক টিবরেওয়াল,** পিতা লক্ষ্মণ প্রসাদ টিবরেওয়াল, ৫) **শ্রী অরবিন্দ কুমার মিশ্র,** পিতা প্রথম নারায়ণ মিশ্র, এবং **কর্পোরেট জামিনদাতা : ১) সাকেত প্রমোটার্স লিমিটেড। সংশ্লিষ্ট সকল ৬ (ছয়) নং এর অ্যাপার্টমেন্টস/ফ্ল্যাট/ইউনিট থেকে (২) দুই ব্যক্তিগতভাবে ফ্ল্যাট এবং ২ (দুই) ডুপ্লেক্স অধিকারী।** ১) ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য়তলে, পরিমাণ এরিয়া ১১৯০ (এক হাজার একশো নব্বই) বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এরিয়া। ২) ফ্ল্যাট নং ১সি, এবং ২সি (ডুপ্লেক্স) ২য় এবং ৩য় তলে, পরিমাণ এরিয়া ১৫৪৫ (এক হাজার পাঁচসো পঁয়তাল্লিশ)বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া। ৩) ফ্ল্যাট নং ৩সি এবং ৪সি (ডুপ্লেক্স) ৪র্থ এবং ৫ম তলে, পরিমাণ এরিয়া ১৬৪০ (এক হাজার ছয়শো চল্লিশ) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া। ৪) ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫ম তলে, পরিমাণ এরিয়া ১১০৬ (এক হাজার একশো ছয়)বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া। সকলের সম্পত্তি অবস্থিত ভবন ‘সাকেত সদন’ নামে পরিচিত, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট নির্মিত ভবনের চাতাল এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত আনুমানিক এরিয়া ১১ (এগারো) কাঠা ২ (দুই) ছটাক কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৩১এ, রায় বাহাদুর রোড, থানা : বেহালা, ওয়ার্ড নং ১১৮, বরো নং ১৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা - ৭০০০৩৪, আরএস প্লট দাগ নং ৭২৫/১৫১৯, এবং অংশ আরএস প্লট দাগ নং ৭২৫/১৫২৫ নথিভুক্ত আরএস খতিয়ান নং ১১৭৯, মৌজা : পাঁজা সাহাপুর, জেএল নং ৯, তৌজি নং ১৫৯, ২০৬, ২১০, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উক্ত প্রেমিসেস **সাকেত প্রেমোটার্স লি** কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত দলিল নং ০০৪২৬ -২০১৯ সালের। উক্ত প্রেমিসেসে নির্মিত বসবাসের ভবন ‘সাকেত সদন’ এর **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুনীল ঘোষের ভবন, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ২৩১ জমি, রায়বাহাদুর রোড, দক্ষিণে : রায় বাহাদুর রোড, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া রোড সমন্বিত **(সকল ফ্ল্যাট (ক্রম নং ১ থেকে ৪) প্রতীকী দখলীকৃত)**	**সম্পত্তি নং : ০১** ক) ৫০,৫৮,০০০.০০ টাকা খ) ৫,০৫,৮০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং : ০২** ক) ৬৫,৬৬,০০০.০০ টাকা খ) ৬,৫৬,৬০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং : ০৩** ক) ৬৯,৭০,০০০.০০ টাকা খ) ৬,৯৭,০০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং : ০৪** ক) ৪৭,০১,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৭০,১০০.০০ টাকা	২,৬৯,৬২,৭৮৫.০০ টাকা (দুই কোটি উনসত্তর লাখ বাষট্টি হাজার সাতশ পঁচাশি টাকা)২৪.০২.২০২৩ অনুযায়ী এবং পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে বকেয়া নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট **যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১১২৫৫** **ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য) পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২৪.০১.২০২৪**	ক. নেই খ. প্রতীকী দখলীকৃত
২	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ। শ্রী সুজিত কুমার মন্ডল (স্বত্বাধিকারী মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ)** পিতা বানেশ্বর মন্ডল, **শ্রীমতি শিপ্রা মন্ডল, (জামিনদাতা মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ)** স্বামী শ্রী সুজিত কুমার মন্ডল। **প্রয়াত সুজিত কুমার মন্ডলের সকল জ্ঞাত ও অজ্ঞাত আইনি উত্তরাধিকারীগণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোতলা ভবন অবস্থিত জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা : ঘাটাল, এডিএসআরও : ঘাটাল, মৌজা : কোন্নগর,জেএল নং ১৪৭, আরএস খতিয়ান নং ২৯/২, ২৯/৪ এবং ২৯/৬, আরএস প্লট নং ৬৫৪ এবং ৬৫৬, এলআর প্লট নং ১৫০৬, এরিয়া : ০৪.৮০ ডেসিমেল, সম্পত্তির শ্রেণি : বাস্তু-আর ও আর অনুযায়ী বর্তমানে অবস্থিত হোল্ডিং নং ৬২৬/১, ওয়ার্ড নং ১৩, কোন্নগর, ঘাটাল পুরসভা অধীন, থানা : ঘাটাল, পিন কোড : ৭২১২১২। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অমিয় বেরার দোতলা পাকা ভবন, দক্ষিণে : পুরসভার ঢালাই সড়ক, পূর্বে : প্রতিমা ভট্টাচার্যর দোতলা পাকা ভবন, পশ্চিমে : রাজকুমার দিন্দার দোতলা পাকা ভবন সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রী সুজিত কুমার মন্ডল এবং শ্রীমতি শিপ্রা মন্ডলের নামে উল্লেখ্য দলিল নং : ১-৮০৫-২০০২ সালের।**	ক) ৫৬,৩১,০০০.০০ টাকা খ) ৫,৬৩,১০০.০০ টাকা	৫২,১৬,৫৪৮.০০ টাকা (বাহান্ন লাখ ষোলো হাজার পাঁচশ আটচল্লিশ টাকা) ৩০.১২.২০২২ অনুযায়ী এবং পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে বকেয়া নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট **যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১১২৫৫** **ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২৪.০১.২০২৪**	ক. নেই খ. প্রতীকী দখলীকৃত

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ১৫.০১.২০২৪, স্থান : কলকাতা — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

৩ জনের খুনে জলাশয়ে তল্লাশি, দু'টি মোবাইল, লাফদড়ি উদ্ধার

ধৃত দু'জনকে ঘটনাস্থলে এনে খোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড়ের রেলপাড়ে সারদাপল্লি এলাকায় ৩ জনের খুনের ঘটনায় তদন্তে নেমে জলাশয়ের পাশের জলাশয়ে তল্লাশি চালিয়ে রবিবার সকালে দু'টি মোবাইল উদ্ধার করে পুলিশ। পাশাপাশি একটি লাফদড়ি উদ্ধার হয়। এদিন ফের ঘটনাস্থলে ধৃত রিঙ্কি বিশ্বকর্মা ও প্রসেনজিৎ বিশ্বকর্মাকে নিয়ে আসা হয়। ঘটনাস্থলে আসেন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল সহ পুলিশ আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন লাফদড়ি দিয়ে সিমরনকে খুন করা হয়। একই ভাবে তাঁর দিদা ও মামাকেও খুন করে ওই দড়ি বাড়ির পাশে ফেলে দেন প্রসেনজিৎ। প্রমাণ লোপাট করতে তাঁদের ৩ জনের মোবাইলও জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে সিমরনের কাকিমা রিঙ্কি বিশ্বকর্মা ও তাঁদের প্রতিবেশী প্রসেনজিৎ বিশ্বকর্মাকে জেরা করে খুনের ঘটনা জানতে পারে পুলিশ। ওই দু'জনকে নিয়ে শনিবার খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ আধিকারিকরা। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে ঘটনার দিন মৃত ৩ জনের মোবাইল বাড়ির পাশে জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে যে লাফদড়ি দিয়ে তাঁদের হত্যা করা হয়েছিল সেটাও ফেলা হয়েছে। প্রমাণ লোপাট করতেই পরিকল্পনা করে এই খুন করে ধৃতরা। সেইমতো শনিবার থেকে ওই জলাশয়ের জল পাম্পে করে শুকিয়ে সেখানে তল্লাশি চালিয়ে দু'টি মোবাইল উদ্ধার হয়। আরও একটি মোবাইল উদ্ধারের জন্য তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। রবিবার দুপুরে ফের ধৃত দু'জনকে নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল।

প্রসঙ্গত, গত নভেম্বর মাসের ১০ তারিখ পানাগড়ের রেলপাড়ে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতরা হলেন সিমরন বিশ্বকর্মা, তাঁর দিদা সীতা দেবী ও মামা সোনু বিশ্বকর্মা। সিমরনের বাবা রাজেশ বিশ্বকর্মা স্ত্রীকে নিয়ে অসম বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ওই দিন সিমরন ছিলেন এবং ঝাড়খণ্ড থেকে তাঁর দিদা ও মামা বেড়াতে এসেছিলেন তাঁদের বাড়িতে। ঘটনার দিন সোনু বিশ্বকর্মাকে ঘরের উঠোনে বাথরুমের পাশে ও সিমরন এবং তাঁর দিদার দেহ দু'টি পৃথক ঘরেই বিছানায় উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে নেমে ধারাবাহিক ভাবে মোট ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ ও স্থানীয় জানা গিয়েছে, সিমরনের কাকিমা রিঙ্কি বিশ্বকর্মার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল পাশের বাড়ির প্রসেনজিতের সঙ্গে। মাসখানেক আগে সিমরনের কাকিমার নগ্ন ছবি ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাই নিয়েই শুরু হয় সিমরনের সঙ্গে তাঁর কাকিমার গণ্ডগোল। সম্ভবত সেই কারণেই সিমরনকে সরাতেই তাঁকে খুনের পরিকল্পনা করেন রিঙ্কি বিশ্বকর্মা।

হাই স্কুলের সম্পত্তি বিক্রির চক্রান্তের অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোঘাট: বিদ্যালয়ের সম্পত্তি রক্ষা করতে এবার আদালতের দ্বারস্থ স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, গোঘাটের বেঙ্গাই হাই স্কুলের সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়ার চক্রান্ত করছেন কয়েকজন দালাল। অসৎ উপায়ে বিদ্যালয়ের সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। রাতের অন্ধকারে ওই সম্পত্তির ওপর খুঁটি পুঁতে দখল নেওয়ার চেষ্টা করছেন দালালরা, এমনটাই অভিযোগ বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির। আর বিষয়টি নজরে আসতেই আদালতে ছুটলেন স্কুলের কর্তারা।

প্রসঙ্গত, ১৯৩০ সালে ড. রাধাকৃষ্ণ পাল এই বিদ্যালয়ে স্থাপন করেন। শুরু থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় হুগলির উত্তরপাড়ার জমিদার সত্যরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় ১৯৪২ সালে ৪০২ শতক জায়গা উচ্চ বিদ্যালয়কে দান করেন। দলিলে সত্যরঞ্জনবাবু উল্লেখ করেছিলেন বিদ্যালয়ে যদি ভবিষ্যতে আর না থাকে, তবে ওই সম্পত্তি তাঁদের কাছে ফেরত যাবে। বাস্তবে স্কুল আজও বর্তমান। শুধু বিদ্যালয়ের নাম বদলেছে। বড় ক্যাম্পাস তৈরির জন্য পাশের একটি জায়গায় স্কুলের মূল ভবনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সরকারের প্রোটোকল মানার জন্য এটা করা

হয়েছে বলে দাবি স্কুলের।

এমতাবস্থায় প্রভাবশালী কয়েকজন ব্যক্তি স্কুলের পুরনো সম্পত্তি গোপনে ষড়যন্ত্র করে দখল নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। সুযোগ নেওয়া হচ্ছে নাম ও জায়গা বদলের। এ ঘটনা জানার পরেই স্কুল কর্তৃপক্ষ সম্পত্তির রক্ষার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে ওই সম্পত্তি কিনে প্রতারণার শিকার না হন, তার জন্য ইতিমধ্যেই স্কুল কর্তৃপক্ষ আদালতের নির্দেশমতো এলাকায় প্রচার করেছে। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি থেকে প্রশাসনিক মহলেও জানানো হয়েছে।

তৎকালীন উত্তরপাড়ার জমিদার বেঙ্গাই মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠাতা রাধাকৃষ্ণ পালকে বিদ্যালয়ের জন্য ৪০২ শতক জায়গা বাৎসরিক এক টাকা খাজনায় দেন। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়টি বেঙ্গাই হাই স্কুল নামে সরকারি ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বেঙ্গাই হাই স্কুলের সভাপতি হন তৎকালীন বিধায়ক রাধাকৃষ্ণ পাল। এর রেজলিউশন কপি ও জমিদারের দান করা দলিল বেঙ্গাই স্কুলে আজও বিদ্যমান। জমিদার যে বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ওই জমি দিয়েছেন সেই কথা দলিলে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীকালে কামারপুকুর বেঙ্গাই রাজ্য সড়কের পাশের বিদ্যালয়ের মূল্যবান জায়গা কোনও এক অজ্ঞাত কারণে গোঘাট ২ নং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে বাদ যায়। ফলে তা ছিল না সরকারি রেকর্ডে। আর অভিযোগ এই সুযোগ কাজে লাগিয়েই বিদ্যালয়ের জায়গা দখল নেয় শ্যামল দত্ত সহ অন্যান্যরা। স্কুল কর্তৃপক্ষ গোটা বিষয়টি জানিয়েছে আরামবাগ আদালতে। এমনকি ওই জায়গার ওপর মোবাইল টাওয়ার বসিয়ে ভাড়া দেওয়ার অভিযোগ তুলছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আদালতে মামলার উল্লেখ করে স্কুল থেকে ওই জায়গায় একটি বোর্ড দেওয়া হলেও তা পরবর্তীকালে ভেঙে দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। যদিও স্থানীয় বেঙ্গাই গ্রাম পঞ্চায়েত কয়েকদিন আগেই দু'পক্ষকে নিয়ে সালিশি বসায় বলে অভিযোগ।

ডব্লিউবিসিএসে হিন্দি-উর্দু ভাষার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় হিন্দি-উর্দু ভাষা ঢোকানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ। বাঙালি বিরোধী সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে বাংলা পক্ষর পূর্ব বর্ধমান জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি করল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসের প্রবেশদ্বারে।

বিক্ষোভকারিদের অভিযোগ, ডব্লিউবিসিএস বাংলার নিজস্ব আমলা তৈরির পরীক্ষা। এই আমলারা অধিকাংশই বিডিও, কৃষি আধিকারিক, এসডিও ইত্যাদি পদে থেকে বাংলার মানুষকে পরিষেবা দেন। বাংলা ভাষার ভিত্তিতে তৈরি এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যের ৮৬ শতাংশ মানুষ বাঙালি। বাংলা ভাষায় পরিষেবা পাওয়া প্রতিটা বাঙালির অধিকার। তাই বাংলাপক্ষ দীর্ঘ ৫ বছর ধরে লড়াই চালিয়েছে যাতে ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় বাংলা ভাষার পেপার বাধ্যতামূলক করে রাজ্য সরকার। বাংলা পক্ষর দাবি মেনে ২০২৩ সালের ১৫ মার্চ গেজেট নোটিফিকেশন করে সরকার জানিয়ে দেয় যে, ডব্লিউবিসিএসে ৩০০ নম্বরের বাংলা পেপার বাধ্যতামূলক হচ্ছে। পাহাড়ের জন্য নেপালি অপশন হিসাবে রাখা হয়েছিল। বাংলা ছাড়া ভারতের সব রাজ্যেই সেই রাজ্যের মূল সরকারি ভাষার পেপার বাধ্যতামূলক।

কিন্তু বাংলায় হিন্দি-উর্দু অপশন কেন থাকবে? কার স্বার্থে? কাদের তোষণ, কিছু ভোটের স্বার্থে? বাঙালি কি বিহার বা উত্তরপ্রদেশে বাংলা ভাষায় রাজ্য সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিতে পারে? বাঙালি তো অন্য রাজ্যে চাকরি পায় না। কিন্তু ওরা বাংলা না জেনেও হিন্দি-উর্দুতে পরীক্ষা দিয়ে বাংলায় আমলা হয়ে যাচ্ছেন ডব্লিউবিসিএস দিয়ে। নিজের মাটিতেই বাংলার ছেলেমেয়েদের বঞ্চনা কেন? বাংলায় থাকবে, চাকরি করবে, কিন্তু বাংলা শিখতে এত অনীহা কেন? দশকের পর দশক বাংলায় থেকেও উর্দু-হিন্দি ভাষিদের বাংলা না শেখার কারণ কী? বাংলা না শিখলে তাঁরা বাঙালিকে কী ভাবে পরিষেবা দেবেন? বাঙালি সহ ভূমিপুত্ররা কি বিডিও অফিসে গিয়ে হিন্দি/উর্দু বলবেন?

উল্লেখ্য, গত ১১ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করেন যে, ডব্লিউবিসিএসে বাংলা বাধ্যতামূলক থাকবে না, হিন্দি-উর্দু ঢোকানো হল। বাংলা পক্ষর অভিযোগ, 'বাংলা নিজের মেয়েকে চায়' এবং 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে বাঙালি আবেগ কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালে ভোট বৈতরণি পার করেছিল তৃণমূল। কিন্তু এখন কেন বাঙালিকে বঞ্চনা? কেন হিন্দি-উর্দু তোষণ? উর্দু ভাষি ও হিন্দি ভাষিরা শহরাঞ্চলে থাকেন, বলে তাঁদের এত প্রাধান্য? বাংলা পক্ষ রাজ্য সরকারের বাঙালি তথা বাংলা বিরোধী এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দাবি করে, ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় হিন্দি-উর্দু ঢোকানো চলবে না। বাংলা বাধ্যতামূলক চাই। এই মর্মে বাংলা পক্ষ (ভারতে বাঙালির জাতীয় সংগঠন) সারা বাংলাজুড়ে লড়াইয়ের ডাক দিচ্ছে। যতদিন না পর্যন্ত সরকার বাংলা বিরোধী এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে, ততদিন এই লড়াই চলবে। বাংলাজুড়ে স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং চাকরি প্রার্থীদের কাছে এই অন্যায়ের কথা তুলে ধরবে বাংলা পক্ষ। প্রতিটা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালিকে এবং যে কোনও জাতির মানুষ যারা বাংলাকে আপন মনে করে তাদের বাংলা পক্ষ এই প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানায়।

ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান দু'নম্বর ব্লকের বাম এলাকার এক নামি বেসরকারি হাসপাতালে ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে পাঠরতা এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘিরে রবিবার চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মৃত ছাত্রীর নাম বৃষ্টি বেরা।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী এলাকার বাসিন্দা ওই ছাত্রী। বছরখানেক আগে ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি কোর্সে ভর্তি হন ওই বেসরকারি হাসপাতালে। ওই ছাত্রী বাম এলাকাতেই ভাড়া থাকতেন। তারপরই হঠাৎ শনিবার সন্ধ্যাবেলায় ভাড়া বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। ছাত্রীর বাবা শুভেন্দু বেরার অভিযোগ, ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ তাঁর মেয়েকে কুনজরে দেখতেন। যে বাড়িতে ভাড়া থাকত, শনিবার সন্ধ্যায় সেই বাড়ির মালিক তাঁকে ফোন করে মেয়ের কথা জানান। তারপরই তাঁরা সেখানে উপস্থিত হন।

যদিও এই বিষয়ে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনও কথা বলেনি বলে অভিযোগ। দরজায় খিল না লাগানো অবস্থায় কী করে তাঁর মেয়ে আত্মহত্যা করলেন, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁরা শক্তিগড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা বার করুক এটাই তাঁর দাবি।

অন্যদিকে বেসরকারি হাসপাতালের অপারেশন ম্যানেজার অভিষেক ব্যানার্জি জানিয়েছেন, যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি সত্যি খুব দুঃখ জনক। মেয়েটি খুব শান্ত প্রকৃতির ছিল। সবার সঙ্গেই ভালো ব্যবহার করত। তবে পরিবারের সদস্যরা যে অভিযোগ করছে সেটা একেবারেই মিথ্যা। পুলিশ তদন্ত করছে তারাও চান আসল সত্য বেরিয়ে আসুক।

রাহুল গান্ধির পদযাত্রার সমর্থনে মিছিল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ভারত জোড়ো র‍্যালির সাফল্যের পর এবার ফের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করতে চলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। রাহুল গান্ধির পদযাত্রার সমর্থনে রবিবার পানাগড় বাজারে মিছিল করলেন কংগ্রেস কর্মীরা।

কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন পানাগড় বাজারের কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে ব্যানার পোস্টার নিয়ে কংগ্রেস কর্মীরা পদযাত্রা শুরু করেন। পদযাত্রা পানাগড় বাজার হয়ে পানাগড় স্টেশন রোড ঘুরে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে পৌঁছে সেখানে পথসভা করেন কংগ্রেস কর্মীরা। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পূরব বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্লকের সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র শর্মা ও শেখ ফিরোজ, ব্লকের প্রবীণ নেতা শ্রী ইন্দ্র কুমার মেহরা, জিতেন্দ্র শর্মা, ত্রিলোকচন্দ্রপুর অঞ্চল সভাপতি সফিকুল রহমান, কাঁকসা অঞ্চল সভাপতি শঙ্কর সৌ, ব্লকের যুব

সভাপতি শেখ বাবুল, যুব নেতা সুজিত গোস্বামী, মহিলা নেত্রী কবিতা ধীবর, জ্যোৎস্না শেখ, জ্যোৎস্না দাস, সুমিত্রা ধীবর, রিনা শর্মা, ব্লকের ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজি হেদায়েতুল বারি এবং মহিম শেখ সহ অন্যান্যরা।

কেন্দ্রের কালা আইনের বিরুদ্ধে ট্রাক চালকদের পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: কেন্দ্র সরকারের কালা আইনের বিরুদ্ধে চালক ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। কেন্দ্র সরকার, ট্রাক ও বিভিন্ন যানবাহনের দুর্ঘটনা এড়াতে ও চালকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নতুন আইন আনার চিন্তা ভাবনা চলছে। সেই আইনের

প্রতিবাদে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার শাড়াপুল নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়েতের শাড়াপুল ডাকবাংলোর তিন রাস্তার মোড়ে লরি, বাস সহ বিভিন্ন ছোট বড় গাড়ি মিলিয়ে তিনটি রুটের কয়েকশো গাড়ি বন্ধ করে তারা রাস্তার ওপরে গাড়ি দাঁড় করে অবস্থান বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে নামেন। এই বিল বাস্তবায়িত হলে ট্রাক চালকদের ভবিষ্যৎ এমনকি আগামী দিনের রুজি রোজগার অনেকটাই স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের।

তাঁদের দাবি, কেউ ইচ্ছা করে দুর্ঘটনা ঘটায় না। দুর্ঘটনার অনেক কারণ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে চালকদের কোনও দোষই থাকে না। সে ক্ষেত্রেও দুর্ঘটনায় মারা গেলে ১০ বছরের জেল ও ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা সেটা কী ভাবে সম্ভব। এরই প্রতিবাদে রবিবার দফায় দফায় বিক্ষোভে নেমেছেন ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের স্বরূপনগরের একাধিক বাস, ট্রাক ও ছোট, বড় গাড়ির চালক ও খালাসিরা। চালকদের দাবি, অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহার করতে হবে, কোনও মতেই এই বিল আনা যাবে না। তারই প্রতিবাদে এদিন ট্রাক চালক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ শুরু করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

শুরু জয়দেব মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: শুরু হল বীরভূমের জয়দেব মেলা। আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্ষুদ্র-কুটির ও বস্ত্র শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়,বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক, জেলাশাসক বিধান রায়, বোলপুরের মহকুমা শাসক অয়ন নাথ, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী প্রমুখ। বাংলার বাউল কীর্তনীয়াদের এই মেলায় মোট তিনশো আখড়া বসেছে। নিরাপত্তার

জন্য ১০০ সিসিটিভি ক্যামেরা ও আড়াই হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়ন করা হয়েছে জয়দেব মেলায়।

কুয়াশায় ধানের বীজ বাঁচাতে পরামর্শ কৃষি আধিকারিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: একদিকে প্রবল কনকনে ঠান্ডা, তার ওপর সন্ধ্যা নামলে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে মাঠের বোরো ধানের বীজ। যার জেরে মাঠেই মরতে শুরু করেছে ধানের বীজ। কালনার বৈদ্যপুর পঞ্চায়েতের তালা গ্রামে এই ঘটনার জেরে মাথায় হাত পড়েছে চাষিদের।

গ্রামেরই এক চাষি সমীর পাত্রর দাবি, ঘন কুয়াশার জেরে মাঠেই বীজ মারা যাচ্ছে। ওষুধ দিয়েও ধানের বীজ রক্ষা করা যাচ্ছে না। বীজ না হলে কী করে বোরো ধান রোয়ার কাজ হবে, তা বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা। কুয়াশার হাত থেকে কী ভাবে বীজকে বাঁচানো যাবে তার পরামর্শ দিয়েছেন কালনা ২ ব্লক কৃষি আধিকারিক ডক্টর সুব্রত কুমার ঘোষ।

তিনি জানিয়েছেন, অনেক কৃষক কুয়াশার হাত থেকে ধানের বীজ রক্ষা করার জন্য তার ওপর পলিথিন চাপিয়ে দেন। এতে কুয়াশার হাত থেকে ধানের বীজ রক্ষা করা গেলেও দিনের বেলায় যদি সেটা খুলে দেওয়া যায়, তাতে বীজের ওপর রোদ পড়বে। পাশাপাশি রাসায়নিক সার প্রয়োগ না করে কারবোন্ডা জিম ও ম্যাঙ্গো জিমের মিক্সচার বাজার থেকে কিনে স্প্রে করলে বীজের ফলন ভালো হবে। তার সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ বলে একটি মিশ্রণ পাওয়া যায় সেটা ছোট গাছের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক লাভবান। তার পরে টাইপুন নামক ওষুধ যদি প্রয়োগ করা যেতে পারে গাছ দ্রুত বাড়বে। কারণ এই সময় গাছ মাটি থেকে খাবার সংগ্রহ করতে পারে না। ওই সময় টাইফুন গাছের সহায়কের কাজ করে। এই সমস্ত বিষয়গুলি নজরে রাখলে কৃষকদের আর চিন্তা করতে হবে না বলে তাঁর দাবি।

মেদিনীপুর শহরে প্রোমোটার দুষ্কৃতী তাণ্ডবের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শনিবার গভীর রাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত প্রোমোটার ও দুষ্কৃতীদের বেনজির তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল মেদিনীপুর শহরের গোলকুয়ারচক এলাকায়। অভিযোগ, কোতোয়ালি থানার মাত্র দেড়শ মিটার দূরে পুলিশের নাকের ডগায় কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে তাণ্ডব।

শহরের প্রসিদ্ধ তিন ব্যবসায়ী বহু বছর ধরে ড্রাই ক্লিনারস, টেলার ও একটি মোবাইল সরঞ্জামের দোকান চালিয়ে আসছিলেন। তাঁদের দাবি, শনিবার রাত দেড়টা নাগাদ তাঁরা জানতে পারেন কেউ বা কারা এসে দোকানে বুলডোজার দিয়ে ভাঙচুর চালাচ্ছে। এর আগে তাঁরা দোকান ভাঙার কোনও রকম তথ্য বা নোটিশও পাননি। দোকান ভাঙার খবর পেয়ে তাঁরা বাধা দিতে গেলে তাঁদের বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানো হয়। এই গণ্ডগোলের মাঝে পুরো দোকান ভেঙে ফেলে দুষ্কৃতীরা।

টেলারের মালিকের দাবি, '৫০-৬০ বছর ধরে এখানে দোকান দিয়ে ব্যবসা করছি। ব্যবসা করার সপক্ষে আমাদের কাছে কোর্টের রায়ের কপি আছে। আমাদের দোকানের পেছনের জায়গার মালিক বরুণ সেনের সহযোগিতায় প্রোমোটাররা আমাদের দোকান ভেঙে জায়গা দখল নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। দোকান ভাঙার আগে কোনও নোটিশ বা জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। রাতের অন্ধকারে বুলডোজার দিয়ে দোকান ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল। প্রতিবাদ করায় বন্দুক নিয়ে হামলা চালানো হল। আমরা বহু টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হলাম, সব হারিয়ে সর্বশ্রান্ত হয়ে পড়লাম।'

এই ঘটনায় শহরজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সকাল থেকেই সাধারণ মানুষ এর প্রতিবাদ জানান। ব্যস্ততম ওই এলাকার রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। পুরসভা কর্তৃপক্ষ সকাল থেকে ভাঙা দোকান পরিষ্কার করার কাজ শুরু করে। ঘটনায় পিছনের জায়গার মালিক ও তিন প্রোমোটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের একজনকে আটক করেছে বলে জানা গিয়েছে। অন্য তিনজন পলাতক, তাদের খোঁজ চলছে। পুরপ্রধান সৌমেন খান জানান, পুরসভার পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের দোকান বানিয়ে দিতে সোমবার থেকেই কাজ শুরু হবে।

সাঁকরাইলের বড়াম থানের পুজোর উদ্বোধনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাত পোহালেই জঙ্গলমহলের ঐতিহ্যবাহী উৎসব মকর সংক্রান্তি। তার আগেই রবিবার উদ্বোধন হল বড়াম থানের পুজো। ফিতে কেটে পুজোর উদ্বোধন করলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডা. খগেন্দ্রনাথ মাহাতো।

গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে যখন পৌষ পার্বণ পালন করে তখন ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইলের বড়াম থানে পুজো দেন ভক্তরা। বহু যুগ ধরে ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরির জঙ্গলকুড়চি গ্রামে রয়েছে বড়াম থান। রবিবার এই উদ্বোধনের দিন দুঃস্থ মানুষজনদের হাতে কম্বল সহ বস্ত্র তুলে দেন বিধায়ক সহ অথিতিরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডা. খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা, সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি, সেচ ও সমবায় দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাতো, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শচীন ঘোষ, বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ মদন দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী অনুপ মাহাতো, সর্বেশ্বর মহাপাত্র, গৌরসাধন দাস চক্রবর্তী প্রমুখ।

দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাত পোহালেই মকর সংক্রান্তি বা পৌষ পার্বণে মাতবে জঙ্গলমহলবাসী। তবে এবার মানবিক উদ্যোগ তৃণমূলের। গরিব ও সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোঁটাতে এগিয়ে এল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি বরুণ বারিকের উদ্যোগে বাঁধগড়া ২ নং অঞ্চল ডুমুরিয়া গ্রামে প্রায় ৭০০ জন গরিব ও দুঃস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দিলেন প্রাক্তন ব্লক সভাপতি বরুণ বারিক। শুধু বস্ত্র নয়, নুতুন জামাকাপড়ের পাশাপাশি সকলের হাতে একটি করে নারকেলও দেওয়া হয়। তবে এই প্রথম নয় প্রতিবছর ব্লকের প্রাক্তন ব্লক সভাপতির উদ্যোগে ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় এই কর্মসূচি করে থাকেন বলে জানা গিয়েছে। বরুণবাবুকে কাছে পেয়ে খুশি এলাকার মানুষ। কর্মসূচি শেষে বরুণ বারিক বলেন, 'সুস্থ ভাবে শান্তি রেখে সবাই মকর সংক্রান্তি উৎসব পালন করুন।' সেই সঙ্গে মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা জানালেন উপস্থিত থাকা সাধারণ মানুষজনকে।

বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে শিশুদের ধ্যান শেখালেন ডাক্তারদাদু

মনোজ চক্রবর্তী ● বাগনান

ওদের কারও নাম জিষ্ণু চক্রবর্তী, কেউ ইশিতা চট্টোপাধ্যায়। ওদের গড়পড়তা বয়স ৮। খুব ছোট্ট থেকেই ওরা দেখে আসছে ওদের বাবা-মা সহ পরিবারের লোকজন শারীরিক যে কোনও ধরনের অসুস্থতায় চিকিৎসা প্রাথমিক পরিষেবাটুকু নিতে ছুটে যান ডাক্তারদাদুর কাছে। রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২তম জন্মতিথির দিনে ওরা রং পেন্সিল নিয়ে ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় অংশ

নিয়েছিল। তখনও জানত না এই ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার নেপথ্যে রয়েছেন খোদ ডাক্তারদাদুই।

ছোটদের কাছে বাগনানের আগুন্সি- ভুঞ্জেড়া গ্রামের বাসিন্দা পেশায় গ্রামীণ চিকিৎসা পরিষেবক। এই মানুষটির প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে ভুঁঞেড়া দক্ষিণ পাড়ায় বিবেকানন্দ সাহিত্য নিকেতন নামক একটি সংগঠন। যার মূল লক্ষ্যই হল বিবেকানন্দকে জনমানসে আরও বেশি করে পৌঁছে দেওয়া। রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আট থেকে আশি। কিন্তু রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২তম জন্মতিথি পালন অনুষ্ঠানে ঘটল অভিনব ঘটনা। সকালে অঙ্কন প্রতিযোগিতা ছিল। আশপাশের গ্রাম থেকে শতাধিক শিশু এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

কিন্তু প্রতিযোগিতা শুরুর কিছু আগে শঙ্করবাবু শিশুদের বলেন, 'ছেলেবেলায় বিবেকানন্দ ধ্যান ধ্যান খেলতেন। চলো কিছুক্ষণ ধ্যান করা যাক। মনে সবাই বিবেকানন্দের ছবি দেখ।' বলাই বাহুল্য এই প্রস্তাবে শিশুরা এক কথায় হ্যাঁ বলে। এরপর প্রায় আধঘণ্টা ধ্যানে মগ্ন থাকে শিশুরা। ধ্যান মুদ্রায় শিশুরা বসে ধ্যান করল। যা দেখে খুশি অভিভাবকরাও। ডাক্তারদাদুর কাছে শুনল ধ্যানের উপকারিতাও। শঙ্করবাবু বলেন, 'এত শিশুর মধ্যে একজনও যদি ধ্যান অভ্যাস করে তা হলেই সার্থক হবে আমার চেষ্টা।'

অসমে কংগ্রেসের চেয়ে বেশি ভোট তৃণমূলের
জোট আসন নিয়ে খোঁচা দিলেন অভিষেক

উত্তর কাছাড়, ১৪ জানুয়ারি: গত বছর পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যের নির্বাচনে ধরাশায়ী ফল হয়েছিল কংগ্রেসের। নাম না করে সেই সময় 'ভুল শুধরে' নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয়সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হাত শিবিরের ভোট ব্যাঙ্কের সেই ধস এবার কংগ্রেসের নিজেদের ঘরের মাঠ হিসেবে পরিচিত অসমেও। অসমের উত্তর কাছাড় পাহাড় স্বায়ত্বশাসিত পর্ষদের (এনসিএইচএসি) নির্বাচনে এই প্রথমবার লড়ে কংগ্রেসের থেকে বেশি ভোট পেয়েছে তৃণমূল!

টুইটার হ্যান্ডেলের পোস্ট থেকে কংগ্রেসকে বিঁধেছেন অভিষেক। লিখেছেন,'এনসিএইচএসি-র নির্বাচনে প্রথম বার লড়াই করেও প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসকে ছাপিয়ে গিয়েছে তৃণমূল।' তৃণমূল সাংসদের কটাক্ষ, 'ঘরের মাঠের জমিই আগলে রাখতে পারল না কংগ্রেস!' ঘটনাচক্রে, ওই ভোটে প্রথম বার লড়ে কংগ্রেসকেও ছাপিয়ে গিয়েছে তৃণমূল। তা নিয়েও কংগ্রেসকে বিঁধতে ছাড়েননি অভিষেক।নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে তৃণমূল নেতা লিখেছেন, 'প্রথম বার এনসিএইচএসি-র নির্বাচনে লড়াই করেও প্রাপ্ত ভোটের হারে কংগ্রেসকে ছাপিয়ে গিয়েছে তৃণমূল। যেখানে কংগ্রেসই প্রধান বিরোধী দল।' যদিও ২২টি আসনের হিসাবে তৃণমূলের থেকে এগিয়ে কংগ্রেস। এই নির্বাচনে ইন্ডিয়া-র আর এক শরিক আপ (আম আদমি পার্টি)-ও অংশ নিয়েছিল। তারা মোট পাঁচটি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। তাদের ঝুলিও শূন্য।

গত বছর পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্য ছত্তীসগঢ়, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে বিজেপির সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছিল কংগ্রেস। সেই সময় নাম না করে কংগ্রেসের 'ভুল শুধরে' নিতে বলেছিলেন অভিষেক। তার পর দিল্লিতে ইন্ডিয়ার বৈঠকের পর থেকেই বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের আসন নিয়ে দর কষাকষি শুরু হয়েছে। তৃণমূলের একাংশের মত, হিন্দিবলয়ে কংগ্রেস পর্যুদস্ত হওয়ার পরেও লোকসভার আগে বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতির কথা মাথায় রেখেই সরাসরি আক্রমণের পথে না গিয়ে সেই সময় কংগ্রেসকে 'পরামর্শ'ই দিয়েছিলেন অভিষেক। কারণ, তিনি জানেন, বাংলায় তৃণমূল কার্যত অপ্রতিরোধ্য হলেও সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেসকে যেমন প্রয়োজন, তেমনই বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলকেও দরকার বিজেপি বিরোধী জোট সফল করার জন্য। কিন্তু বাংলায় আসন নিয়ে কংগ্রেস যে ভাবে দর কষাকষি শুরু করেছে, যে ভাবে কংগ্রেস নেতারা লাগাতার শাসকদলকে বিঁধে জোটের পরিবেশ নষ্ট করছেন, তাতে দলকেও সেই পথেই হাঁটতে হচ্ছে বলে মত শাসকদলের একাংশের।

অযোধ্যার রামমন্দির হতে চলেছে ভবিষ্যতের জনপ্রিয় পর্যটনক্ষেত্র
সাত তাড়া নিরামিষ হোটেল তৈরির পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাততারা নিরামিষ হোটেল! অযোধ্যার রাম মন্দির ঘিরে থাকবে এমনই চমক।

দেশের পর্যটনে অন্যতম সেরা আকর্ষণ হতে চলেছে অযোধ্যার রামমন্দির। আর এবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়ে দিলেন, এই শহরেই তৈরি হবে বিশ্বের সর্বপ্রথম সাততারা নিরামিষ হোটেল! পাঁচতারা কিংবা সাততারা হোটেলে সাধারণত নানা ধরনের কুইজন পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রথমবার সাততারা হোটেলে শুধুমাত্র নিরামিষ খাবার পাওয়া যাবে। শনিবার এক সভায় হাজির হয়ে আদিত্যনাথ বলেন, 'অযোধ্যায় হোটেল তৈরির জন্য ২৫টা প্রস্তাব এখনও পর্যন্ত এসেছে। তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নিরামিষ সাতসারা হোটেলের প্রস্তাব।' রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অযোধ্যায় ভক্ত এবং পর্যটকদের সংখ্যা কয়েক গুণ বাড়বে বলেই আশা প্রশাসনের। সেই কারণেই ঢেলে সাজানো হচ্ছে শহরকে। গড়ে উঠছে নতুন নতুন হোটেল, রেস্তরাঁ। আর নিরামিষ সাততারা হোটেল তৈরি হলে দেশ-বিদেশের ভক্তদের সুবিধা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, '২০১৭ সালের আগে অযোধ্যায় কিছুই ছিল না। আমরা একটু একটু করে এই শহরকে সাজাতে শুরু করেছি। আরও ১০ বছর আগে এই কাজ শুরু হলে ভালো হত। কিন্তু মোদি সরকারের আগে কেউ অযোধ্যার উন্নয়নের দিকে নজর দেয়নি।'

উল্লেখ্য, আগামী ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে অযোধ্যার বাজারে মাংস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন। মন্দির এলাকার একটা বড় অংশে মাংস বিক্রি করা যাবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই দিন রাজ্যজুড়ে মদ বিক্রিও বন্ধ। অর্থাৎ নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থাই থাকবে সর্বত্র।

ভোট ময়দানে বড় ধাক্কা মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের

মালদ্বীপ, ১৪ জানুয়ারি: ভোট ময়দানে বড় ধাক্কা খেলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু। ভারতের সমালোচনা করার পর এবার মালদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় নির্বাচনে পরাজিত হল প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর পিপল্ স ন্যাশনাল কংগ্রেস (পিএনসি)।

শনিবার রাজধানী মালের স্থানীয় নির্বাচনে তাঁর দলের প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়েছেন ভারতঘেঁষা বিরোধী দলের নেতা। জয়ী ভারতপন্থী নেতা অ্যাডাম আজিম মালের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। মেয়র হিসাবে বিপুল ভোটে জয় পেয়েছেন অ্যাডাম। অ্যাডামের বিপরীতে মেয়র ভোটে পিএনসির তরফে প্রার্থী আইশাঠের চেয়ে অ্যাডাম পাঁচ হাজার ভোট বেশি পেয়েছেন। এতদিন এই পদে ছিলেন মুইজ্জু। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার জন্য ইস্তফা দিতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি মালদ্বীপ ডেমোক্রেটিক পার্টির (এমডিপি) নেতা।

মালদ্বীপে ভারতঘেঁষা দল হিসেবে পরিচিত এমডিপি। তারাই সেদেশের বিরোধী দল। ওই দলের প্রধান মালদ্বীপের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম সোলি। তাঁকে হারিয়েই সম্প্রতি প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসেছেন মুইজ্জু। এবার রাজধানী মালের স্থানীয় নির্বাচনে শেষ হাসি তাদেরই। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ভারতের বিরোধিতাই মুইজ্জু ও তাঁর দলকে চাপের ফেলে দিয়েছে। অন্যদিকে এই জয়ে নতুন করে অক্সিজেন পেয়েছে মালদ্বীপের বিরোধী দল। এখনও সরকারে অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা।

মালদ্বীপের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সোলির ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। কিন্তু মুইজ্জু 'চিনপন্থী' নেতা। ফলে তিনি সে পথে হাঁটছেন না। ক্ষমতায় আসার আগেও তিনি দেশে ভারত-বিরোধী প্রচার করেছিলেন। সেদেশের দায়িত্ব পাওয়ার পরই মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা সরানোর নির্দেশ দেন তিনি। প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি প্রথমেই ভারতের সেনাকে মালদ্বীপ থেকে সরে যেতে বলেন।

পাঁচদিনের চিন সফর সেরে শনিবারই দেশে ফেরার পরই তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমরা ছোট হলেও, কাউকে চমকানোর ছাড়পত্র দিয়ে দিইনি আমরা। আমাদের ধমকে চমকে দাবিয়ে রাখার লাইসেন্স পেতে দেব না কাউকে।' কারও নাম না করে তাঁর উদ্দেশে যে ভারতই তা একপ্রকার সষ্ট। দুই দেশের সম্পর্কে এর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর মধ্যেই নির্বাচনের হার তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

প্রসঙ্গত, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি লাক্ষাদ্বীপ সফরে যাওয়া থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। মালদ্বীপের তিনজন মন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে সমাজমাধ্যমে অবমাননাকর মন্তব্য করেন। যা নিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। প্রতিবাদে অনেকে মালদ্বীপ বয়কট করেছেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টির উইলিয়াম লাই চিং-তে

তাইওয়ান, ১৪ জানুয়ারি: এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জিতেছেন ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টির নেতা উইলিয়াম লাই চিং-তে। এবার তিনিই প্রেসিডেন্ট। কনজারভেটিভ কুয়োমিনটাং-র হও ইউ-ই এবং তাইওয়ান পিপলস পার্টি-র কো য়েন-জে'কে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট হলেন চিং-তে। চিনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এই ভোট আর লাই চিং-তে-র তাইওয়ানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হওয়া।

কঠিন পরিস্থিতিতে জয়ের পর নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট লাই চিং-তে বলেন, 'গণতন্ত্রের নয়া অধ্যায় লেখার জন্য দেশবাসীকে ধন্যবাদ। আমরা আন্তর্জাতিক মহলকে বার্তা দিচ্ছি, আমরা গণতন্ত্রের পক্ষে।' চিনকে অস্বস্তিতে ফেলে তাইওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন লাই চিং তে ওরফে উইলিয়াম লাই। এদিন জয়ের পরই অগুণতি মানুষির ভিড়ে ভাষণ দিতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে যান লাই।

আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, 'আজকের রাতটা তাইওয়ানের। তাইওয়ানকে বিশ্ব মানচিত্রে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ্য হয়েছি আমরা। এই নির্বাচন দেখিয়ে দিয়েছে গণতন্ত্রের প্রতি তাইওয়ানের মানুষের দায়বদ্ধতা। আমরা গণতন্ত্র ও কর্তৃত্ববাদের মধ্যে গণতন্ত্রকেই বেছে নিয়েছি তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জানাতে চাই। আশা করি চিনও এটা বুঝতে পেরেছে। ভবিষ্যতে এই নতুন পরিস্থিতি দেখে তারা নিশ্চয়ই বুঝবে একমাত্র শান্তির রাস্তা স্তাতেই দু'দেশের মঙ্গল হতে পারে।' সেই সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি, 'চিনের লাগাতার হুমকির হাত থেকে তাইওয়ানকে রক্ষা করতে আমরা দায়বদ্ধ।'

তাইওয়ান চিনের সঙ্গে শত্রুতা বাড়াতে চায় না, উলটে বন্ধুত্বের হাত বাড়ানোর কথাও শোনা যায় তাঁর কণ্ঠে। উল্লেখ্য, চিন দীর্ঘদিন ধরেই তাইওয়ানকে নিজেদের ভূখণ্ডের অংশ বলে দাবি করে চলেছে। এমনকি, তাইওয়ানকে নিজেদের অধীনে আনার চেষ্টাও চিনের তরফে করা হয়েছে। গোটা বিশ্বের নজর তাইওয়ানের দিকে। চিনকে চটিয়ে নতুন করে সরকার গড়ে আদৌও সফল হবে কি দেশটি?

নেলপলিশের রিমুভার খাইয়ে প্রেমিকের শিশুকে খুনের দাবি

পেনসিলভেনিয়া, ১৪ জানুয়ারি: প্রেমিকের শিশুকন্যাকে নেলপলিশের রিমুভার খাইয়ে খুন করার অভিযোগ তরুণীর বিরুদ্ধে। প্রেমিকার সঙ্গে গণ্ডগোলের জেরেই এই খুন বলে অনুমান পুলিশের। ঘটনাটি আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ার। অভিযুক্ত তরুণীকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে মামলা ওঠার পরেই এই ঘটনার কথা জানাজানি হয়েছে।

প্রাথমিক ভাবে অভিযুক্ত তরুণী খুনের কথা অস্বীকার করলেও তাঁর ফোনের সূত্র থেকে দেখা যায়, ওই খুনের আগে বেশ কিছুদিন ধরেই ইন্টারনেটে তরুণী এমন পদার্থ খুঁজছিলেন, যা বিষের মতো কাজ করবে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত আলেসিয়া ওয়েনস নামে বছর কুড়ির তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বেইলি জেকোবির নামে এক যুবকের। অনেক সময়ই জেকোবির ১৮ মাসের শিশুকন্যাকে নিয়ে সমস্যা হয় যুগলের মধ্যে। এরপরই বাড়িতে জেকোবি না থাকার সুযোগে শিশুকন্যাকে নেলপলিশের রিমুভার খাইয়ে তরুণী খুন করেন বলে দাবি। আদালতে সরকারি কৌশলী জানান, ২০২৩ সালের ২৫ জুন ঠান্ডা মাথায় এই হত্যাকাণ্ড চালান আলেসিয়া।

জম্মু ও কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর অপারেশন 'সর্বশক্তি': জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকা থেকে জঙ্গি নিকেশে এবার অপারেশন সর্বশক্তি শুরু করছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের পীর পাঞ্জাল রেঞ্জের উভয় দিক থেকে অভিযান হবে। রাজৌরি এবং পুঞ্চ অঞ্চলে ভারতীয় সেনাদের উপর একের পর এক আচমকা হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা।

সেনাবাহিনীর শ্রীনগর-ভিত্তিক ১৫ টি দল এবং নাগরোটা-ভিত্তিক ১৬ টি দল পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করতে আধাসামরিক বাহিনীর সাথে একযোগে কাজ করবে। সূত্রের মতে, সমস্ত স্তরের গোয়েন্দা তথ্যগুলি একত্রিত করে কাজ করা হচ্ছে। রিজার্ভ ফর্মেশন থেকে অতিরিক্ত সৈন্যদের রাজৌরি-পুঞ্চ এলাকায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ট্যাটু করতেই সেপসিস, মৃত্যু

লন্ডন, ১৪ জানুয়ারি: শখ করে ট্যাটু করতেই ঘটল বিপত্তি। বেন ল্যারি নামে ৩২ বছর বয়সি এক ব্যক্তি ব্রিটেনের এক অবৈধ ট্যাটু আর্টিস্টের কাছ থেকে ট্যাটু করিয়েছিলেন। আর ট্যাটু করার পরই ওই ব্যক্তি সেপসিসে আক্রান্ত হয় এবং প্রাণ হারান। জানা গিয়েছে, ট্যাটু করার পর থেকেই ট্যাটুর চারপাশে ইনফেকশন হতে শুরু করে। দিন কয়েক পরই সেই ইনফেকশনের প্রভাব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পড়ে ও নষ্ট হতে থাকে। অভিযুক্ত আর্টিস্টের কাছে কোনও লাইসেন্স ছিল না ট্যাটু করার। সেই আর্টিস্ট স্টেরিলাইজ না করা সুচ দিয়েই ট্যাটু করেছিলেন ওই ব্যক্তির গায়ে। আর সঠিক পদ্ধতিতে নিয়মানুযায়ী ট্যাটু না করাতেই ঘটে যায় বিপত্তি। সেই ট্যাটু আর্টিস্টকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সমালোচনা না করে রামমন্দিরকে আশীর্বাদ করা উচিত শংকরাচার্যদের, মন্তব্য মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অযোধ্যার রামমন্দিরের উদ্বোধন, রাম লালার প্রতিষ্ঠা নিয়ে দেশের সরকারের আচরণকে 'উন্মাদ'-এর মতো বলে মন্তব্য করেছেন পুরীর শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। অন্যান্য শঙ্করাচার্যদের মধ্যেও অনেকে রামলালাকে প্রতিষ্ঠার নিয়ম-নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের কথায় রামলালাকে প্রতিষ্ঠা মোদির হাতে নয় বরং হিন্দু সনাতন ধর্মের নিয়ম মেনে হওয়া উচিত।

এর প্রেক্ষিতেই সরব হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানে। তিনি বলেন, সমালোচনা না করে রামমন্দিরকে আশীর্বাদ করা উচিত শংকরাচার্যদের। তাঁর অভিযোগ, হিন্দুদের শীর্ষস্থানীয় ওই ধর্মগুরুরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপিকে 'রাজনৈতিক প্রিজমে' দেখছেন। মহারাষ্ট্রের পালঘরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন রানে। সেখানেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'ওঁদের মন্দিরকে আশীর্বাদ করা উচিত নাকি সমালোচনা করা উচিত? এর মানে হল শংকরাচার্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। এই মন্দির রাজনীতির ভিত্তিতে নয়, ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি। রাম আমাদের ভগবান।' সেই সঙ্গে তাঁর আরও প্রশ্ন, 'শংকরাচার্যরা বলুন হিন্দুধর্মের জন্য ওঁদের অবদান কী?' প্রসঙ্গত, উত্তরাখণ্ডের জ্যোতিষপীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী জানিয়েছেন, চার শংকরাচার্য ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধনের দিন সেখানে উপস্থিত থাকবেন না। কেননা সনাতন ধর্মের নিয়ম লঙ্ঘিত হচ্ছে এই অনুষ্ঠানে। পুরীর শঙ্করাচার্যও সেখানে যাবেন না বলেই জানিয়েছেন। তবে সেই সঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন, 'আমাদের কারও বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ নেই।' পাশাপাশি তাঁর দাবি, খুব তাড়াহুড়ো করে এই মন্দির উদ্বোধন হচ্ছে।

যদিও দুজন শংকরাচার্য রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে দাবি করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সব মিলিয়ে রামমন্দির উদ্বোধনের আগে শংকরাচার্যদের সেখানে উপস্থিত থাকা নিয়ে সংশয় ঘিরে ক্রমেই পারদ চড়ছে বিতর্কের।

লাশকাটা ঘরে কেটেছে ৩৫ বছর
অযোধ্যার আমন্ত্রণে আনন্দাশ্রু সন্তোষীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আমন্ত্রণ, তাও আবার অযোধ্যায় রামলালার প্রতিষ্ঠা দিবসে থাকার জন্য! চিঠি পেয়েই চোখে জল ৩৫ বছরের জীবনে লাশকাটা ঘরে দেহের ময়নাতদন্তে সহায়তাকারী সন্তোষী দুর্গার। ৩৫ বছরের জীবনে ৭০০-র বেশি দেহ কাটাছেঁড়া করেছেন তিনি। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামলালার মন্দিরে প্রাণ প্রতিস্থা অনুষ্ঠানে তাঁকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছে রাম মন্দির তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট। সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে তিনি জানিয়েছেন, গত প্রায় ১৮ বছর ধরে ছত্তীসগঢ়ের নরহরপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, জীবন দীপ কমিটির সাফাই কর্মী হিসাবে কাজ করছেন তিনি। এই সময়কালে ৭০০-র বেশি দেহের ময়নাতদন্তে সহায়তা করেছেন তিনি। সমাজে তাঁর অবদানের জন্য স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। কিন্তু, অযোধ্যা থেকে আমন্ত্রণ পাবেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

সন্তোষী দুর্গা বলেছেন, 'সারা জীবনে আমি কখনও ভাবিনি, আমায় অযোধ্যা থেকে ডাকা হবে। কিন্তু প্রভু রাম আমাকে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে ডেকেছেন।' তিনি জানিয়েছেন, প্রথম যখন রাম মন্দির তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের চিঠি পেয়েছিলেন, তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আনন্দে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় উপস্থিত থাকতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই লাশকাটা ঘরের সাফাই কর্মী। আর ডাক পেয়েযাবেন না, তা কি হয়? সন্তোষী জানিয়েছেন, ১৮ জানুয়ারি নরহরপুর থেকে তিনি অযোধ্যার উদ্দেশে রওনা দেবেন। প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নরহরপুরের সকল মানুষের সুখ, শান্তি এবং উন্নয়নের জন্য প্রার্থনা করবেন।

সন্তোষী রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পাওয়ায় গর্বিত নরহরপুরের ব্লক মেডিক্যাল অফিসার প্রশান্ত কুমার সিং-ও। তিনি এই সাফাই কর্মীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, ততাঁর অযোধ্যা থেকে আমন্ত্রণপত্র পাওয়া আমাদের সকলের জন্য গর্বের।দ মজার বিষয় হল, রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে ডাক পেয়ে চমকে গিয়েছেন ছত্তীসগঢ়ের আরও এক মহিলা। রাঙ্গ স্তায় রাস্তায় কাগজ কুড়িয়েই কোনোক্রমে দিনগুজরান করেন বিহুয়া বাই। রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ২০ টাকা দান করেছিলেন এই বৃদ্ধা। তাঁকেও রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্টা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।আসলে, রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সেলিব্রিটি এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা যেমন আসছেন, তেমনই দুর্গা সন্তোষী, বিহুয়া বাইদের মতো সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্বল্প পরিচিত ব্যক্তিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। রাম মন্দির আন্দোলনের সময় যে সকল করসেবকের প্রাণ গিয়েছিল, তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আরএসএস জানিয়েছে, যে সকল আইনজীবী অযোধ্যার বিতর্কিত জমি মামলার আইনি লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন, ২২ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাদেরও।

'মুন্ডু' পরে পুজোয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ভাইরাল ভিডিও

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি: 'মুন্ডু' পরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এল মুরুগানের দিল্লির বাড়িতে পোঙ্গল উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। দক্ষিণ ভারতের এই ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম মুন্ডু। বাংলার ধুতির মতো দেখতে একটি পোশাক, যা পরা হয় লুঙ্গির মতো করে। সেই পোশাক পরেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এল মুরুগানের দিল্লির বাড়িতে পোঙ্গল উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবারের সেই অনুষ্ঠানের ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সাদা ধুতির উপর কালো কোট পরেছেন প্রধানমন্ত্রী। গায়ে চাপিয়ে নিয়েছেন শাল। এল মুরুগানের দিল্লির বাসভবনে ঢুকতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। পন্ডিচেরির লেফটেন্যান্ট গর্ভনর এবং তেলঙ্গনার রাজ্যপাল তামিলিসাই সৌন্দরাজনও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। মোদীজিকে দেখা গেছে, একটি পাত্র থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আগুনের উপর বসানো হাঁড়ির মধ্যে ফেলে দিতে। তারপর মণ্ডপের দিকে এগিয়ে যান তিনি। তারপর গরুর গলায় মালা পরিয়ে সেটিকে খাবার খাওয়ান তিনি। তারপর উপস্থিত জনতা পোঙ্গলের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী।

দেখা না হলেও কোহলি, জোকোভিচ 'বন্ধু'

নিজস্ব প্রতিনিধি: তর্ক সাপেক্ষে দুই খেলার দুই সেরা তারকা তাঁরা। একজন ওয়ানডে ক্রিকেটে একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে ৫০ শতকের মালিক। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যাঁর শতক ৮০টি। অন্যজন রেকর্ড ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী টেনিস তারকা। দুই জগতের সেরা এই দুই তারকা হলেন বিরাট কোহলি ও নোভাক জোকোভিচ।

এই দুজনই আবার একে অন্যের বন্ধু। সামনাসামনি দেখা, গল্প, আড্ডা;তেমন বন্ধু নন, মূলত একে অন্যের অর্জনের প্রতি মুগ্ধতাই এই দুজনের সম্পর্ককে বন্ধুত্বের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। সামনাসামনি দেখা না হলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাই তাঁদের কথা হয় নিয়মিতই।

এক্সে বিসিসিআই প্রকাশিত একটি ভিডিওতে জোকোভিচকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন কোহলি। শুনিয়েছেন দুজনের প্রথম কথা বলার গল্পও। যে গল্পটা কম মজার নয়! তিনি বলেছেন, 'ইনস্টাগ্রামে নোভাকের প্রোফাইল দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল, মেসেজ বাটনে ক্লিক করি। ভেবেছিলাম, তাঁকে হ্যালো বলি। এরপর আমি তাঁর মেসেজ আমার ডিএমে (প্রত্যক্ষ মেসেজ বক্স) দেখতে পাই। আমি কখনো আমার মেসেজ বক্স দেখিনি। যখন প্রথমবার দেখি, দেখতে পাই, সে

আমাকে বার্তা পাঠিয়েছে। ভাবছিলাম পরীক্ষা করে দেখি, নকল আইডি কি না। পরীক্ষা করার পর দেখলাম, এটা আসল আইডি। এর পর থেকে আমরা কথা বলেছি, মাঝেমধ্যে বার্তা আদান,প্রদান করছি। তাঁর সব অর্জনে অভিনন্দন জানিয়েছি।'

গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপে ওয়াংখেড়েতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এই সংস্করণে ৫০ শতকের মালিক হন কোহলি। এরপর কোহলিকে বার্তা পাঠিয়েছেন জোকোভিচ। ইনস্টগ্রামে স্টোরিও দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কোহলি বলছেন, 'সম্প্রতি আমি যখন ৫০ শতকের দেখা পাই, সে একটা স্টোরি দিয়েছিল, দারুণ বার্তাও পাঠিয়েছে। আমাদের সম্পর্কটা পারস্পরিক মুগ্ধতার, সম্মানের। তাঁর ফিটনেসের প্রতি আগ্রহ, আমি নিজে অনুসরণ করি। যদি সে ভারতে আসে বা সে যেখানে খেলছে, আমি সেখানে যাই, অবশ্যই দেখা করব। আরাম করে একসঙ্গে কফি খাব।'

কদিন আগেই মেলবোর্নে টেনিস কোর্টে ক্রিকেট ব্যাট হাতে তুলে নিয়ে বেশ মজা করেছিলেন জোকোভিচ। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট তারকা স্টিভ স্মিথের সঙ্গে সেদিন টেনিসও খেলেছিলেন তিনি। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যগুলোতে ছড়িয়ে গেছে।

এমন ভিডিও চোখে পড়েছে কোহলিরও, 'স্টিভ ও তার খেলার ক্লিপটা আমি দেখেছি। আমরা যেভাবে র‍্যাকেট ব্যাট সুইং করতে পারব, সে তার চেয়ে অনেক ভালো ব্যাট সুইং করতে পারে। স্টিভও দারুণ করেছে তার সার্ভ ফিরিয়ে দিয়ে।'

কোহলি এই কথাগুলো বলেছেন মূলত জোকোভিচের কথার পরিপ্রেক্ষিতে। গতকাল সনি স্পোর্টসে কোহলির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা বলতে গিয়ে জোকোভিচ বলেছেন, 'বেশ কয়েক বছর ধরেই বিরাট কোহলি ও আমার বার্তা বিনিময় হচ্ছে, যদিও সামনাসামনি দুজনের কখনো দেখা হয়নি। আমাকে নিয়ে দারুণ সব কথা বলেছে সে, যা আমার জন্য সম্মানের এবং তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমিও অবশ্যই তার ক্যারিয়ার ও অর্জনে মুগ্ধ এবং যা কিছু করেছে, সবকিছুর জন্য তাকে শ্রদ্ধা করি।'

জোকোভিচ এরপর যোগ করেন, 'জীবনে একবারই ভারতে গিয়েছিলাম। সম্ভবত ১০-১১ বছর আগে। দিল্লিতে একটি প্রদর্শনী আয়োজনে গিয়েছিলাম দুই দিনের জন্য। খুবই অল্প সময় ছিলাম সেখানে। আমার তাই ইচ্ছা আছে (ভারতে যাওয়ার) এবং সত্যিই আশা করি, নিকট ভবিষ্যতে আবার যেতে পারব।'

কুস্তি বিতর্কে নতুন অভিযোগ, হুমকি পাচ্ছেন নিলম্বিত কর্তা, শুরু তদন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: কুস্তি বিতর্কের মধ্যেই এ বার নতুন অভিযোগ তুললেন ভারতীয় কুস্তি সংস্থার নিলম্বিত সভাপতি সঞ্জয় সিংহ। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে ও কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংহকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সঞ্জয় অভিযোগ করেছেন, এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ফোন করে তাঁকে খুনের হুমকি দেন। হুমকি দেওয়া হয়েছে ব্রিজভূষণকেও। ভেলুপুর থানার স্টেশন হাউস অফিসার বিজয় কুমার শুক্ল সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, ১২ জানুয়ারি, শুক্রবার রাত ১২টা নাগাদ সঞ্জয়ের কাছে অচেনা একটি নম্বর থেকে ফোন আসে। তিনি ফোন ধরেননি। ১৩ জানুয়ারি একই নম্বর থেকে ফোন আসে বলে অভিযোগ করেছেন সঞ্জয়। তৃতীয় বার ফোন ধরেন তিনি। তখন তাঁকে ও ব্রিজভূষণকে গালাগাল ও খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ সঞ্জয়ের। এই ঘটনায় তাঁর পরিবার আতঙ্কে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন সঞ্জয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৪ ও ৫০৭ নম্বর ধারায় অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

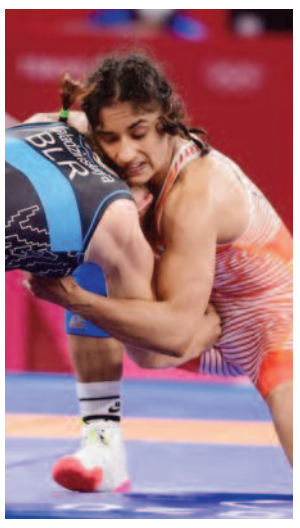

গত বছর ডিসেম্বর মাসে নির্বাচিত হওয়ার পরেই জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৫ ও অনূর্ধ্ব-২০ স্তরের প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করেছিলেন সঞ্জয়। তিনি জানিয়েছিলেন, গত বছর ডিসেম্বর মাসের শেষে উত্তরপ্রদেশের গোন্ডাতে সেই প্রতিযোগিতা হবে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের মনে হয়েছিল, কোনও পরিকল্পনা না করেই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার ফলে অংশ নিতে চাওয়া কুস্তিগিরেরা নিজেদের তৈরি করার পর্যাপ্ত সময় পাবেন না।

ভারতীয় কুস্তি সংস্থার সংবিধান অনুযায়ী, যুব বা সিনিয়র স্তরের কোনও প্রতিযোগিতার আয়োজন করার আগে এগজর্কিউটিভ কমিটির বৈঠক হয়। সেই বৈঠকের পরে প্রতিযোগিতার সূচি প্রকাশ করা হয়। প্রত্যেকটি প্রতিযোগিতার আগে কুস্তিগিরদের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে হয়। সব থেকে কম ১৫ দিন সময় দিতে হয় প্রস্তুতির। সেই সব কোনও নিয়মের তোয়াক্কা করেননি সঞ্জয়। নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। সেই কারণে নতুন কমিটি নিলম্বিত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ক্রীড়া মন্ত্রক। তবে কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়নি। পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত তাকে নিলম্বিত করা হয়েছে।

যদিও কেন্দ্রের নির্দেশ মানতে নারাজ সঞ্জয়। তাঁর দাবি, তাঁরা নির্বাচিত সংস্থা। তাই কেন্দ্রের কোনও ক্ষমতা নেই তাঁদের নিলম্বিত করার। মহারাষ্ট্রে জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে অনড় সঞ্জয়। এই সিদ্ধান্তের পরে তাঁকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে কেন্দ্র। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই প্রতিযোগিতাকে বৈধ বলে ধরা হবে না। এই বিতর্কের মাঝেই এ বার নতুন অভিযোগ করলেন সঞ্জয়।

বাবর ৬৬, ফখর ৫০; তবু হারল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাবর আজমের সামনে আজ সুযোগ ছিল সব সমালোচনার জবাব দেওয়ার। ম্যাচজয়ী ইনিংস খেলেই জবাবটা দিতে পারতেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক। কিন্তু পারলেন না বাবর। ব্যাট হাতে অর্ধশতক পেলেন ঠিকই, তবে দলকে জয় এনে দিতে পারলেন না।

হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তান হেরেছে ২১ রান। ১৯৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তান ৩ বল বাকি থাকতে গুটিয়ে গেছে ১৭৩ রানে। এই জয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-০ তে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড।

শেষ ৪ ওভারে পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল ৫৯ রান। ক্রিজে বাবরের সঙ্গে ছিলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। কাজটা কঠিন ছিল, কিন্তু মিচেল স্যান্টনারের এক ওভারে ১৭ রান নিয়ে খেলা জমিয়ে তোলেন এই দুই ব্যাটসম্যান। তবে বেন সিয়ার্সের বলে ইনিংসে ১৮তম ওভারের প্রথম বলে বাবর আউট হলে জয়ের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।বাবর আজ ক্রিজে আসেন প্রথম ওভারেই, টিম সাউদির বলে সাইম আইয়ুব ফিরে গেলে। পরের ওভারে ফিরে যান মোহাম্মদ রিজওয়ান। তবে এরপর বাবর ও ফখর জামান ৮৭ রানের জুটি গড়েন। ৫ ছক্কা ও ৩ চারে ২৩ বলেই অর্ধশতক তুলে নেন ফখর। ২৫ বলে ৫০ রান করে অ্যাডাম মিলনের বলে ফখর বোল্ড হওয়ার আবার পাকিস্তানের আবার ছন্দপতন। ২ উইকেটে ৯৭ থেকে ৫

ওভারের মধ্যে ৬ উইকেটে ১২৫ রান পাকিস্তানের। ৩৬ বলে অর্ধশতক করা বাবরই শুধু ভরসা হয়ে ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান জেতাতে পারেননি। মিলনে ৩৩ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেটে।

এর আগে প্রথম ম্যাচের মতো এই ম্যাচেও পাকিস্তানের বোলারদের ওপর দাপট দেখান ফিন অ্যালেন। ডেভন কনওয়েকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম উইকেটে গড়েন ৩১ বলে ৫৯ রানের জুটি। কনওয়ে ১৫ বলে ২০ রান করে আমের জামালের বলে আউট হলেও কেইন উইলিয়াসনকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত রান তুলতে থাকেন অ্যালেন।

উইলিয়ামসনের সঙ্গে অ্যালেনের জুটি ভাঙে উইলিয়ামসনের চোটে। ম্যাচের ১১তম ওভারে হ্যামস্ট্রিং চোটে মাঠ ছাড়েন উইলিয়ামসন। মাঠ ছাড়ার আগে করেন ১৫ বলে ২৬। বাড়তি সতর্কতার জন্য এই ম্যাচে আর মাঠেই নামেননি তিনি। ফিল্ডিংয়ের সময় অধিনায়কত্ব করছেন টিম সাউদি।

হাঁটুর চোট থেকে সেরে উঠে গত অক্টোবর-নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলেছিলেন উইলিয়ামসন। এরপর বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজেও অংশ নেন। কিন্তু সতর্কতা হিসেবে সাদা বলের সিরিজে তাঁকে খেলানো হয়নি। এই সিরিজেও তাঁর সব ম্যাচ খেলার কথা নয়।

দলীয় ১১১ রানে উইলিয়ামসন মাঠ ছাড়লে ক্রিজে আসেন ফর্মের তুঙ্গে থাকেন ড্যারিল মিচেল। তবে একপ্রান্তে কাজের কাজটা করতে থাকেন অ্যালেন। ২৪ বলে অর্ধশতক করা অ্যালেন উসামা মিরের বলে আউট হওয়ার আগে করেন ৪১ বলে ৭৪। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে চতুর্থ অর্ধশতকের দেখা পাওয়া অ্যালেনের ইনিংসে ছিল ৭টি চার ও ৫টি ছক্কা।

১৫ ওভার শেষে নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ ছিল ৩ উইকেটে ১৫৩। সেখান থেকে দারুণভাবে ফিরে আসে পাকিস্তানের বোলাররা। এর মূল কৃতিত্বটা পাবেন পেসার হারিস রউফ। পাওয়ার প্লের মধ্যে প্রথম দুই ওভারে ৩০ রান দেওয়া এই পেসার শেষ দুই ওভারে দিয়েছেন ৮ রান। নিয়েছেন ৩ উইকেট। সব মিলিয়ে শেষ ৫ ওভারে পাকিস্তান রান দিয়েছে ৪১। উইকেট নিয়েছে ৫টি। আগের ম্যাচে ৪৬ রান দেওয়া আফ্রিদি এই ম্যাচে রান দিয়েছেন ৩০। যদিও কোনো উইকেট পাননি। মিডিয়াম পেসার আব্বাস আফ্রিদি ৪৩ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। আমের ও উসামা ১ টি করে উইকেট নিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যান্ড ২০ ওভারে ১৯৪/৮ (অ্যালেন ৭৪, উইলিয়ামসন ২৬, স্যান্টনার ২৫, কনওয়ে ২০; রউফ ৩/৩৮, আব্বাস ২/৪৩)।

পাকিস্তান ১৯.৩ ওভারে ১৭৩ (বাবর ৬৬, ফখর ৫০, শাহিন ২২; মিলনে ৪/৩৩, সিয়ার্স ২/২৮, সাউদি ২/৩১, সোধি ২/৩৩)।

ফল নিউজিল্যান্ড ২১ রানে জয়ী। সিরিজ ৫-ম্যাচ সিরিজে নিউজিল্যান্ড ২-০-তে এগিয়ে।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ ফিন অ্যালেন।

মরিশাসে ঘূর্ণিঝড়ে আটকা বেনজেমা, ক্যাম্প থেকে বাদ দিলেন কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে আল ইত্তিহাদে যোগ দেওয়ার পর করিম বেনজেমার সময়টা যে ভালো কাটছে না, সেটা স্পষ্ট হয়েছে আরও আগেই। এবার আল ইত্তিহাদের অনুশীলন ক্যাম্প থেকে বাদ পড়েছেন ব্যালন ডি'অরজয়ী ফরাসি তারকা। নির্ধারিত সময়ে ক্লাবে হাজির হননি, এমনটাই অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। তবে করিম বেনজেমার পক্ষের দাবি, মরিশাসের ঘূর্ণিঝড়ে আটকা পড়েছিলেন তিনি। যে কারণে সময়মতো সৌদি আরবে পৌঁছাতে পারেননি।

সৌদি প্রো লিগে এখন মধ্য মৌসুমের বিরতি চলছে। এক মাসের বেশি সময়ের বিরতির পর লিগ শুরু হবে ৮ ফেব্রুয়ারি। এরই মধ্যে সপ্তাহ দুয়েকের ছুটি কাটিয়ে আবার ক্লাবে ফিরতে শুরু করেছেন কোচ,খেলোয়াড়েরা। উদ্দেশ্য, মধ্য,মৌসুম ক্যাম্পে অংশগ্রহণ।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন আল ইত্তিহাদ এই মুহূর্তে লিগের পয়েন্ট তালিকার ৭ নম্বরে অবস্থান করছে। যে কারণে মৌসুমের বাকি অংশের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে দুবাইয়ে অনুশীলন ক্যাম্পের আয়োজন করেছে কর্তৃপক্ষ। স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা জানিয়েছে, বেনজেমা নির্ধারিত সময়ে হাজির না হওয়ায় তাঁকে দুবাইয়ের অনুশীলন ক্যাম্প থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

দুবাইয়ে রওনা হওয়ার আগে শুক্রবার সৌদি আরবের জেদ্দায় আল ইত্তিহাদে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল বেনজেমাকে। কিন্তু গত মাসের

ধারাবাহিকতায় এবারও তিনি নিয়ম মানেননি। সৌদির একটি সূত্র মার্কাকে জানায়, গত মাসে ইত্তিহাদের তিনটি অনুশীলন সেশন মিস করেছিলেন বেনজেমা। এবার যুক্ত হয়েছে স্কোয়াড পুনর্মিলনীতে অনুপস্থিতি। ইত্তিহাদের আর্জেন্টাইন কোচ মার্সেলো গ্যালার্দো বেনজেমাকে ছাড়াই দুবাইয়ে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১৪ বছর রিয়াল মাদ্রিদে কাটানো বেনজেমার বিষয়ে জানতে মার্কার পক্ষ থেকে তাঁর ব্যবস্থাপনা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। মার্কা লিখেছে, বেনজেমার ক্যাম্প থেকে মরিশাসের ঘূর্ণিঝড়কে কারণ দেখানো হয়েছে। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত মরিশাসে এখন সাইক্লোনের ক্লাস ওয়ান (চারের মধ্যে) সতর্কতার মধ্যে আছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণেই বেনজেমা নির্দিষ্ট সময়ে সৌদি আরবে যেতে পারেননি বলে দাবি তাঁর ব্যবস্থাপনা দলের।

গ্রীষ্মকালীন দলবদলে ইত্তিহাদে যোগ দেওয়া বেনজেমা এখন পর্যন্ত ২৪ ম্যাচ খেলে ১৫ গোল করেছেন। তবে দলের অবস্থান নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় সমর্থকদের কাছ থেকে নেতিবাচক কথা শুনতে হচ্ছে তাঁকে। ডেইলি মেইলের খবরে বলা হয়, আল ইত্তিহাদ সমর্থকেরা বেনজেমাকে 'বেন,হাজিমা' নামে টিপ্পনী কেটে থাকেন। আরবি শব্দটির বাংলা অর্থ দাঁড়ায় 'পরাজয়ের ছেলে'। গত ডিসেম্বরে ঘরের মাঠে আল ইত্তিহাদ আল নাসরের কাছে ৫, ২ গোলে হারে। ম্যাচে আল নাসরের হয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও সাদিও মানেরা জোড়া গোল করলেও বেনজেমা ছিলেন নিষ্প্রভ। ম্যাচটির পর ৭ কোটি ৬০ লাখ অনুসারী থাকা নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টিও ডিঅ্যাক্টিভেট করে ফেলেন বেনজেমা।

রোহিত, বিরাটের সামনে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১৭৩ রানের লক্ষ্য রাখল আফগানিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইনদওরে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে জিততে হলে ১৭৩ রান প্রয়োজন ভারতের। আরশদীপ সিংহের ৩ উইকেটে ভর করে আফগানিস্তানকে ১৭২ রানে আটকে রাখল তারা। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির ব্যাটের দিকে তাকিয়ে সমর্থকেরা।

আফগানিস্তানের হয়ে সব থেকে বেশি রান করলেন গুলবাদিন নইব। ৩৫ বলে ৫৭ রান করলেন

তিনি। শেষ বেলায় মুজিব উর রহমান ৯ বলে ২১ এবং করিম জনত ১০ বলে ২০ রান করে আফগানিস্তানকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দেন। দুই আফগান ওপেনার রহমানুল্লা গুরবাজ (১৪) এবং ইব্রাহিম জাদরান (৯) খুব বেশি রান করতে পারেননি। মিডল অর্ডারে আজমতুল্লা ওমরজাই, মহম্মদ নবি, নাজিবুল্লা জাদরানেরাও দ্রুত রান তুলতে ব্যর্থ হন।

নতুন ভূমিকায় সফল না হলে কী, ভাবতে চান না স্মিথ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যারিয়ারের এ পর্যায়ে এসে নতুন ভূমিকা ওপেনিংয়ে সফল না হতে পারলে কী হবে, তা নিয়ে ভাবছেন না স্টিভেন স্মিথ। সর্বশেষ অ্যাশেজেই ওপেনিং করার প্রসঙ্গ প্রথম তুলেছিলেন বলেও জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এ অধিনায়ক।

ডেভিড ওয়ার্নার অবসরে যাওয়ার পর ১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অ্যাডিলেড টেস্ট দিয়ে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো ইনিংস উদ্বোধন করতে নামবেন ৩৪ বছর বয়সী স্মিথ। প্রথম শ্রেণিতেও এর আগে কখনোই ওপেন করেননি তিনি। অ্যাডিলেড ওভালে আজ নতুন বলে অনুশীলনও করেছেন তিনি, জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো।

এর আগে স্মিথ বলেছিলেন, মারনাস লাবুশেন ৩ নম্বরে খেলেন বলে তাঁকে ৪ নম্বরে ব্যাটিং করতে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়;যা তাঁর ভালো লাগে না। এমনিতে ক্রিকেট দেখতে খুব একটা পছন্দ করেন না তিনি, নিজে ব্যাটিংয়ে যাওয়ার আগে অন্যদের খেলা দেখা তো আরও নয়। শুধু নিজের একঘেয়েমি কাটবে, তা নয়, ইনিংস ওপেন করার ক্ষেত্রে কৌশলগত সুবিধাও দেখেন স্মিথ।

এর আগে ওয়ার্নার বলেছিলেন, সম্প্রতি স্মিথের বিপক্ষে শর্ট বল ব্যবহার করার যে কৌশল, তিনি ওপেনিংয়ে গেলে ইনিংসের শুরুতে নতুন বলে সেটি খুব একটা ব্যবহার করা হবে না। স্মিথও একমত সেটির সঙ্গে, 'যদি নতুন বলে শর্ট করে অপচয় করেন আপনি, তাহলে তো ভালোই। নতুন বল স্কোরিং রেটেও কাজে লাগে, একটু বেশি আক্রমণ চলে।'

এরপর স্মিথ বলেন, 'গত কয়েক বছরে আমি (ক্রিজে) এসেছি অনেক রান হয়ে যাওয়ার পর, তখন বল একটু নরম থাকে। কাভার এবং হয়তো লেগ সাইডে চারজন রাখা হয়, বোলাররা সোজা বোলিং করে, স্কোরবোর্ড

আটকে রাখতে সমর্থ হয়। এটি আমাকে চুপচাপ থাকতে বাধ্য করেছে, রান করতে অনেক বল খেলতে হয়েছে। হয়তো নতুন বলে তা বদলাবে। একটু বেশি আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং থাকবে, ফলে রান করতে বেশি গ্যাপ থাকবে। তর সইছে না আমার।'

ইনিংস উদ্বোধনের এই ভাবনা গত অ্যাশেজেই এসেছিল স্মিথের মাথায়। গত মাসে আবারও এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তিনি। তবে সিডনি টেস্টের আগে তাঁর কথা সেভাবে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়নি বলেও জানিয়েছেন স্মিথ, 'আমি কয়েক সপ্তাহ ধরেই এটি বলার চেষ্টা করছি, এমনকি আমার তো মনে হয় পার্থের (টেস্ট) আগে থেকেই।

ইংল্যান্ডেও হুট করে এটি বলে থাকতে পারি, আমি ওপরে উঠব, ওপরে খেলতে আপত্তি নেই। পার্থের পর আমি বলেছি, ডেভি চলে যাওয়ার পর ওপরে যেতে আমি আগ্রহী।'

তবে স্মিথের কথা সেভাবে পাত্তা দেওয়া হয়নি এর আগে, 'আমার মনে হয় না সিডনির আগে তারা আমার কথাকে গুরুত্ব দিয়েছে। এরপর আমি বলেছি, আমি কিন্তু সত্যিই বলছি। ওপরে যেতে, নতুন বল খেলতে আগ্রহী আমি। এরপর তারা বলেছে, তআচ্ছা, ঠিক আছে, বিবেচনা করব, দেখা যাক কী হয়।দ'

ক্যারিয়ারের এ পর্যায়ে এসে নতুন একটি পজিশনে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ তো আছেই, ঝুঁকিও আছে। এমনিতে নতুন বলে স্মিথের রেকর্ড বেশ ভালো। প্রথম দুই ওভারের মধ্যে তিনি যতবার ক্রিজে গেছেন, সে সব ইনিংসে তাঁর গড় ১০৬.২। তবে স্মিথ ওপরে উঠে যাওয়াতে ৪ নম্বরে ফেরানো হয়েছে ক্যামেরন গ্রিনকে। মিচেল মার্শের সাম্প্রতিক ফর্মের কারণে অলরাউন্ডার গ্রিন একাদশের বাইরেই চলে গিয়েছিলেন। স্মিথ যদি ওপেনিংয়ে সুবিধা করতে না পারেন এবং গ্রিন চারে সফল হন, সেক্ষেত্রে কী হবে;এমন প্রশ্নও আসে তাই।

তবে স্মিথ এভাবে ভাবতেই চান না, 'আমি কোনো নেতিবাচক ভাবনা চাই না। আমি নিশ্চিত নই। কেউ যদি মিডল অর্ডারে চোট পায় এবং (পাইপলাইনে) পরবর্তী ব্যাটসম্যান স্বীকৃত ওপেনার হয়, তাহলে হয়তো তারা তাকে ওপেনিংয়ে খেলাবে, আমি নিচে নেমে যাব। আমি এর উত্তর জানি না। তবে এ মুহূর্তে আমাদের সেরা ছয় ব্যাটসম্যান খেলছে বলেই বিশ্বাস আমার।'

ওয়ার্নার যাওয়ার পর গ্রিনকে ইনিংস ওপেন করতে পাঠানো হতে পারে, এমন আলোচনাও ছিল।

সেটি ন্যায্য হতো না বলেও মনে করেন স্মিথ, 'সে ফিরেই শুরুর দিকে ব্যাটিং করবে, এটি ঠিক মনে হচ্ছিল না। আমি অনেক দিন খেলেছি, আমি অভিজ্ঞ। মনে হয়েছে আমারই এটি করা উচিত। ৪ নম্বরেই তার (গ্রিনের) ব্যাটিং উপযুক্ত, শিল্ড ক্রিকেটেও সেটিই করে, ভালোও করে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**